সঙ্গীততত্ত্ব।

জেলা রাজসাহী

মহকুমা নাটোরের অধীন নেপালদীঘি

গ্রাম নিবাসী

শ্রীরক্ষাকর মৈত্রেয়

প্রণীত।

শ্রীমুরারিমোহন বিশ্বাস প্রিণ্টার কর্ত্তৃক

বোয়ালিয়া তমোঘ্ন-যন্ত্রে

প্রথমবার

মুদ্রিত।

—০ঃ০—

সন ১[illegible]৯ সাল।

সঙ্গীততত্ত্ব।

জেলা রাজসাহী

মহকুমা নাটোরের অধীন নেপালদীঘি

গ্রাম নিবাসী

শ্রীরক্ষাকর মৈত্রেয়

প্রণীত।

শ্রীমুরারিমোহন বিশ্বাস পৃণ্টার কর্ত্তৃক

বোয়ালিয়া তমোঘ্ন-যন্ত্রে

প্রথমবার

মুদ্রিত।

সন ১২৯২ সাল।

ভূমিকা।

সঙ্গীত আর্য্য জাতির সুপবিত্র সাধন উপায়। আর্য্যেরা সঙ্গীত প্রভাবে ঈশ্বর সাধন করিতেন। তাঁহারা বৃথা আমোদ প্রমোদ কিম্বা অকিঞ্চিৎকর অর্থ উপায়ের জন্য সঙ্গীত আলোচনা করিতেন না। সঙ্গীত শাস্ত্রকে তাঁহারা ঈশ্বর আরাধনার শ্রেষ্ঠ উপায় মনে করিতেন। সনাতন আর্য্যধর্ম্মে সঙ্গীত অপৌরুষেয়, সাম বেদই সঙ্গীত নামে অভিহিত। বেদাধ্যয়ন, গুরু-শুশ্রূষা, পূজা, হোম, জপ, তপ, সাধুসঙ্গ, কিছুই সঙ্গীত শাস্ত্রের ন্যায় ঈশ্বর জ্ঞান প্রণোদক বলিয়া আর্য্যেরা স্বীকার করিতেন না। এই সঙ্গীতশাস্ত্র পুরাকালে আর্য্যজাতি ব্যতীত অন্য জাতির মধ্যে আলোচিত ছিল কি না, অথবা থাকিলে কোন ইষ্টাপত্তির নিমিত্ত ব্যবহৃত হইত তদ্বিষয়ে কোন প্রসিদ্ধ জনশ্রুতি থাকা শুনা যায় না। কিন্তু যখন চিন্তা করিলে বুঝা যায় যে, সঙ্গীত একটী অন্তঃকরণের স্বাভাবিক বৃত্তি বিশেষ, তখন ইহা যে আর্য্যজাতির ন্যায় পরোমৎকর্ষরূপে অভ্যস্ত না হইলেও প্রচ্ছন্নভাবে ভিন্ন জাতীয় মনুষ্য হৃদয়ে ছিল না তাহাইবা কি প্রকারে সিদ্ধান্ত করা যায়। তবে এই পর্য্যন্ত অনুমান করা যাইতে পারে যে, আধ্যাত্মিক বিষয় যে জাতি যে পরিমাণে আলোচনা করিত, সঙ্গীত ও সে জাতিতে সেই পরিমাণেই আলোচিত হইত। ঐতিহাসিক বিসয়ের অবতারণা করা এ প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। তবে

লোক পরম্পরা যাহা শুনিতে এবং আত্মপ্রত্যয়ে যেতক অনুভব করিতে পারি, তাহাই এ স্থলে বক্তব্য। ফলতঃ আমার বিবেচনায় সঙ্গীতের ন্যায় মনের দ্রাবক এবং একাগ্রতা সাধক পদার্থ সংসারে আর দুটি নাই। মনুষ্যতো জ্ঞানী, জীব, পশু, পক্ষী পর্য্যন্ত সঙ্গীতে মুগ্ধ হওয়া দেখা যায়। শুনিয়াছি ক্রূরকর্ম্মা ব্যাধেরা বংশীধ্বনি দ্বারা মৃগকুলকে বিমোহিত করিয়া বধ-সাধন করে। "সুললিত সঙ্গীতের তান শুনিলে ময়ূর ময়ূরী আহ্লাদে নৃত্য করিতে থাকে। বে'দেরা তুবড়ি বাজাইয়া খল স্বভাব সর্পকেও সন্তুষ্ট করে। কে না দেখিয়াছেন, চঞ্চলচিত্ত বালককেও গানের নিকট বসাইয়া রাখিলে সঙ্গীতের মোহিনীশক্তি প্রভাবে তাহারও মন একাগ্রভাব ধারণ করিয়া নিশ্চেষ্ট শরীরে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ে। অতএব সঙ্গীতের পর শ্রবণ-রঞ্জক সামগ্রী আর নাই। সঙ্গীত সাধকের সাধন, ভাবুকের ভাব, কামুকের কাম, নির্ধনের ধন, দুর্ব্বলের বল, শোকীর ধৈর্য্য, ভয়ার্ত্তের সাহস, "সঙ্গীতের দ্বারা সাধিত না হয় এমন কার্য্যই নাই। যে, যে রূপে ভজে সঙ্গীত তাহাকে সেই রূপেই প্রপন্ন হন। অতএব সঙ্গীত কামধেনু, সঙ্গীত কল্পবৃক্ষ।

অধুনা সঙ্গীত-ভেলা আশ্রয় করিয়া যে সংসারের কত জাতীয় লোকেই দারিদ্র্য সাগর পার হইতেছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। সঙ্গীত যে কাল পর্য্যন্ত আর্য্য জাতির সেবিতা ছিল, সে সময়ে সঙ্গীত কল্পবৃক্ষ হইতে আর্য্যেরা ধর্ম্ম, অর্থ,

কাম, মোক্ষ, চতুর্ব্বিধ ফল গ্রহণ করিতেন। এখন কেবল অর্থ আর কামের জন্যই সঙ্গীতের সেবা করা দেখা যায়। আগা পাছা দুটা ফলের গ্রাহকও আর বড় বেশী নাই। হে বিভো সঙ্গীত! তুমি পুরাকালে আর্য্যকুলের যোগ-মার্গের প্রদীপ ছিলে। আর্য্যেরা বাঙ্মনকায় সংযোগে তোমার উপাসনা করিয়াই মানস-ক্ষেত্রে বিমল আনন্দ অনুভব করিতেন। অধুনা সেই জন্যই কি সেবক কুলপাংশুলদিগের ভরণ পোষণ নিমিত্ত উদরান্নরূপিণী হইয়াছ। বুঝিলাম দ্রবময়ী গঙ্গা তোমার নিকটেই পতীতকে পাবন করা শিক্ষা করিয়াছেন। কেন না, তুমি তাঁহার জন্মের কারণ কি না, তোমার প্রভাবেই সেই পরমপুরুষ, পরমাত্মা, সাস্বত, অব্যয়, বিশ্বরূপ, অজ্ঞেয়, আদ্যন্ত-মধ্য রহিত, চিন্ময়, ত্রিগুণাতীত সনাতন বিষ্ণু শরীর দ্রব হইয়া তাঁহার জন্ম হইলয়াছে। সুতরাং কারণে যে গুণ থাকে তাহা কার্য্যে ও অবশ্য থাকিবে। তুমি যেমন মনের মলিনতা নাশক, গঙ্গাও তেমনি কলুষ নাশিনী বটেন। অতএব তোমাকে বারম্বার নমস্কার। এই গেল যথাসাধ্য সঙ্গীত মাহাত্ম্য প্রকরণ। তাহার পর সঙ্গীত অধিকার প্রকরণ।

সঙ্গীত শিক্ষা অথবা রচনা করা সহজ ব্যাপার নহে। কেবল গান মুখস্থ করিলেই সঙ্গীত শিক্ষা হয় না, কিম্বা কথা যোড়া দিলেই সঙ্গীত রচনা করা যায় না। সঙ্গীত শিক্ষা করিতে অথবা রচনা করিতে হইলে তাল, মান, সুর, গ্রাম এবং রাগ রাগিণী অতি উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত থাকা চাই;

এবং ধ্যান ধারণাও একটুক থাকা আবশ্যক, তার পর স্বর যোগ থাকাতো সর্ব্বোপরি কথা। সেটি কেবল পুরুষকার সাধ্য নহে। দৈব অনুকূল ব্যতিরেকে তাহা কদাচই সিদ্ধ হইবার সম্ভব নাই। সঙ্গীত রচনাতেও ঐ রূপ বহুদর্শিতা থাকা চাই, ভাবুকতা চাই, স্বভাবের ও সংসারের এবং পর-চিত্তের ভাব গতিক বুঝা চাই, ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান চাই, উদ্ভাবনী শক্তি চাই, দাস্য সখ্য বাৎসল্য প্রভৃতি রস বোধ থাকা চাই। ইতঃপর কবিত্ব শক্তি যে থাকা চাই সে কথাতো বলাই অধিক। এ অবস্থায় মাদৃশ অজ্ঞ ব্যক্তি' পক্ষে গান রচনার চেষ্টা করাও লজ্জাস্কর বটে। তথাচ আমি সঙ্গীত লিখি, সঙ্গীতের আলোচনা করিতে চাই, ইহার পর বিড়ম্বনা আর কি হইতে পারে। তবে সংসারের গতি পরিবর্ত্তনশীল, পূর্ব্ব-কালে যাহা অকর্ত্তব্য ছিল কালক্রমে তাহাই কর্ত্তব্যের ন্যায় ব্যবহার হইতেছে। পূর্ব্বে অনধিকার চর্চ্চা করাটা দোষাবহ ছিল। এখন সেটা করি'তে কেহ কুণ্ঠিত হয় না। অবশেষে আমিও সেই পন্থার অনুসরণ করিয়া পঙ্গুর গিরি লঙ্ঘনের ন্যায় উদ্যম আরম্ভ করিলাম।

আজ কালকার কালে যার কাণ্ডজ্ঞান নাই সে ব্রহ্ম-জ্ঞানী, যার বোধ নাই সেও বেদের অনুবাদক, যে দুটা কথা "অ্যাড" করিতে পারে না, সেও এডিটার! রাজ্য নাই তিনিও রাজা, আসবাব নাই, উপাধি নবাব, বাহাদুরি নাই রায়বাহাদুর, বারে ভাত' নাই ব্যারিষ্টার, মুখ নাই মোক্তার,

চিন্তা নাই, চিকিৎসক, ডাক নাই ডাক্তার, ডান বাঁ জ্ঞান নাই ডেলিগেট, চাটাই জোটে না চেয়ার ম্যান, পড়া নাই পণ্ডিত। ইহারাই যদি সংসারে লজ্জিত নয়, ঘৃণিত নয়, লাঞ্ছিত নয়, অবজ্ঞাভাজন নয়, তবে আমি সঙ্গীতের 'স' না জানিয়া দুটা গান লিখিলাম তাতে দোষ কি? তবে আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে এই গান রচনার দ্বারায় আমি কোন ব্যবসায় বা অর্থ কি সম্মানের আকাঙ্ক্ষা করি না। যা মনে আসিল লিখিলাম এখন এ গুলা ছাপা করাইয়া বিনা মূল্যে উপঢৌকন, বিতরণ, এবং গচ্ছিত করিব ইচ্ছা আছে, যশেরও প্রত্যাশী নই, অযশেও ক্ষুণ্ণ হইব না। অলমিতি বিস্তরেণ।

শ্রীরত্নাকর মৈত্রেয়।

সূচীপত্র।

(আ)

(উ)

(এ)

(ও)

(ক)

(জ)

(ঢ)

(ত)

(দ)

(ধ)

(ন)

(প)

(ফ)

(ব)

(ভ)

(ম)

(য)

(র)

(ল)

(স)

(শ)

(হ)

১২৫

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রূপতত্ত্ব।

—০:০—

রাগিণী ভয়রেঁ।। তাল একতালা।

(ত্রাণ কর মোরে হে শঙ্কর) গানের সুর—

শিব নাম সদা সাধ ওরে মন
সমনেরে যদি ডর॥
ভাব জটা জুটকেশ বাঘাম্বরবেশ
ব্যোম কেশ হর হর॥

জীব রূপে সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠান,
অতীন্দ্রিয় নিত্য দেবের প্রধান,
নির্ব্বিকার নিরঞ্জন কৃপাবান,
নির্ব্বাণ-পদ-দান যার অধিকার॥

পিনাক ত্রিশূল ডমরুধারী,
বৃষভ বাহন ত্রিপুরঅরি,
ত্রিনয়ন যিনি ত্রিতাপহারী
ভাব সে শঙ্কর,——
ও যার মৃত্যু করি জয়, নাম মৃত্যুঞ্জয়
কাল যার ভয়ে কাঁপে থর থর॥

কাল ফণী হাড়-মালে সুশোভিত,
বিভূতিতে যার অঙ্গ বিভূষিত,
অর্দ্ধ ইন্দু যার ভালে প্রকাশিত
অসিত বরণীর বর,——
ওযার শিরে সুরধণী পতিত পাবনী
ভাঙ্গধুতুরায় আঁখি ডর ডর ॥

ভকত বৎসল ভোলা আশুতোষ,
তুল্য মূল্য যার সন্তোষ অসন্তোষ,
অনাদি অনন্ত পুরুষ নির্দ্দোষ
বিশ্বব্যাপী বপু যার,——
হরে পরাৎপর তপ, তার নাম জপ,
ওহে রক্ষাকর কর ॥ ১

—০—

রাগিণী বিভাষ। তাল ঝাঁপতাল।

(অন্তে পদ প্রান্তে মোরে রেখো গো মা সুরধনি !) গানের সুর—

কি শোভা শঙ্করী অর্দ্ধ অর্দ্ধরূপে শঙ্করে।
কি আছে তুলনা দিতে সেরূপের এ ত্রিসংসারে ?

বামাঙ্গে তপ্ত কাঞ্চন শঙ্করী শোভা করে,
কনক নিঃস্রব যেন স্ফটিকের গিরিবরে,
বাম ভুজ কঙ্কনে শোভে দক্ষিণ ডমুরে ॥

কিবা অঞ্জনে রঞ্জিত বাম অক্ষি অতি নিরূপম
আরক্ত লোচন দক্ষে চকোরী চকোরে,—
বাম কর্ণে কিবা শোভা মণিময় কুণ্ডলে
শোভিত দক্ষিণ কর্ণ কণক ধুস্তুর ফুলে
অর্দ্ধ শিরে জটা শোভা অর্দ্ধেক চিকুরে॥

কিবা, বসনের পরিপাটী অর্দ্ধ অঙ্গে স্বর্ণ শাটী,
শোভিত অপর অর্দ্ধ সু-বাঘাম্বরে,—
বাম বক্ষে গজমতি দোলো পীন পয়োধরে
দক্ষিণে রুদ্রাক্ষ মালে অপরূপ শোভা করে,
আধ অঙ্গে ভস্ম আধ কুম্‌কুম্‌ কস্তুরে॥

কিবা, রকত উৎপল আভা চরণ যুগল শোভা,
রক্ষাকরের মনলোভা জাগে অন্তরে,—
শোভিছে দক্ষিণ পদ ধ্বজ বজ্র অঙ্কুরে
মরি মরি কি মাধুরী ত্রিভুবন মন হরে
বাম পদে অতুল শোভা কনক নূপুরে॥ ২

—০—

রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল আড়া।

(তারে ভুলিব কেমনে)

কে রমণী সমরে।
দলিছে দনুজ কুলে বর বিতরে অমরে॥

আমরি কিরূপ ছটা নিন্দি নবঘন ঘটা।
চপলা চমকে তাহে অট্টহাসি ওষ্ঠাধরে॥

লম্বিত চিকুর দাম কুঞ্চিতাগ্র কি সুঠাম।
দুলিতেছে অবিশ্রাম নিবিড় নিতম্বোপরে॥

গভীর ন্যাভি বিবর ত্রিবলী কি মনোহর।
কটি ক্ষীণ পীন স্তন স্থূল বক্ষে শোভা করে॥

কামধনু ভ্রূযুগল আকর্ণ আঁখি কমল
ব্যাকুল ভ্রমর দল ফুল্ল মুখপদ্ম হেরে॥ ৩

—০—

রাগিণী ললিত বিভাষ। তাল আড়া।

(অয়ি সুখময়ী উষে! কে তোমারে নিরমিল)

কেরে বামা উলঙ্গিণী শঙ্কর হৃদয়োপরে।
যেন ঘোরা সৌদামিনী ধবল শেখর শিরে॥

কোটী সূর্য্য জিনি আভা কোটী চন্দ্র মুখ প্রভা।
স্বপ্রকাশ স্বরূপা কালরূপে আলো করে॥

মুক্তকেশী ত্রিনয়না ত্রিবলীর নাই তুলনা
ত্রিগুণ ধারিণী শ্যামা ত্রিতাপহরা,—
ভয়ঙ্কর লীলা খেলা লোল জিহ্বা মুণ্ডমালা।
কটিতে কর মেখলা ধরা কাঁপে পদভরে॥

ক্ষণে করে সৃষ্টি স্থিতি ক্ষণে হয় প্রলয়াকৃতি
বিকৃতি আকৃতি কার প্রকৃতি বামা,—
অসিমুণ্ড বামকরে বরা ভয় বামেতরে
রক্ষা কর রক্ষাকরে কৃতান্ত কিঙ্কর করে॥ ৪

—০—

রাগিণী পুরবি ইমন। তাল আড়া।

(ও নিরুপমা রূপ অনুপ)

কে কামিনী কমলে।
নিরুপমা রূপ বামা অম্বুধি জলে॥

বুঝিবা চপলা ইনি অভিমানে কাদম্বিনী
ত্যাজিয়ে বিরাজে রামা রমণী ছলে॥

নীল সলিলে পড়ি ওরূপ বিজলী যেন
হাঁসিছে বারিদ মাঝে চঞ্চলা চপলা হেন,—
দেখে রূপ মরি ত্রাসে কামিনী যে করি গ্রাসে
উগারে কটাক্ষে যেন কি খেলা খেলে॥ ৫

—০—

রাগিণী লুম খাম্বাজ। তাল খেমটা।

(আর একটা পাখী বলে চোখ গেল)

কে বেটী এ জল মাঝে কে রে ভাই।
এমন মেয়ে কোথাও দেখি নাই॥

ঘোররূপা ভয়ঙ্করা জন্মিল কোথা
বল কে পিতা মাতা।
বুঝি নিজে নিজেই জন্মে মরে,
জন্ম মরণ নিজের ঠাঁই ॥

উলঙ্গিনী মুক্ত কেশা ভয়ের নাইরে লেশ
একি ভয়ঙ্করা বেশ।
ঐ দেখ নরকরে কটি বেড়া—
দেখে ভয়ে জ্ঞান হারাই ॥

আপন মদে আপনি মত্ত অট্ট অট্ট হাঁস
রূপে দশদিক প্রকাশ।
ঐ দেখ যারে ধরে তারে গেলে
প্রাণ লয়ে ভাই আয় পালাই ॥

রক্ষাকর কয় ইহার জন্ম কি কাজ রে খুজে
ভাবে দেখনা বুঝে।
ইনি চতুর্ভুজা মহামায়া—
চল যেয়ে চরণ চাই ॥ ৬

—০—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ভক্তিতত্ত্ব।

—০—

রাগিণী দেশ মল্লার। তাল কাওয়ালী।

(একার রমণী রণ রঙ্গিনী)

বিতর শঙ্কর কৃপা কাতরে।
পড়ে দুস্তরে ডাকি তোমারে
শুনি স্মরণে তোমারে শিব কাল ভয় নিবারে॥

তুমি, ত্রিগুণ অতীত পরাৎপর পরব্রহ্ম রূপে,
স্বরূপ বর্ণিতে তব কে পারে ?
তুমি হও ওঁকার নিরূপ নির্ব্বিকার
আবার, লীলাকর হররূপে হরপ্রিয়ার মনহরে॥

তুমি, এ বিশ্ব সংসারের বীজ জরায়ুজস্বেদজাণ্ডজ
মনসিজ রূপে মনে বিরাজ।
নহে অতিক্রম স্থাবর জঙ্গম
তুমি, ভূচর খেচর জলচর এ চরাচরে॥

অর্দ্ধ শশধরে হে গঙ্গাধর
শিরে জটাভার গলে হাড় হার
কর, এরূপে বিরাজ দীন রক্ষাকরের অন্তরে॥ ৭

—০—

রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল ঠুংরি।

(কে দিবে সজনি তারে যাহে প্রাণ চাহে সদা।)

কবে হবে শ্যামা আমার তোমার চরণে মতি।
ঘুচিবে মা মায়াপাশ নাশ হবে এ দুর্গতি॥

দূর হবে মায়া মোহ নির্ম্মল হবে দেহ
পলাবে সন্দেহ হৃদে প্রকাশিবে জ্ঞান জ্যোতি॥

ভজন বিহীন জনে গতি নাই মা তোমা বিনে
কর মা গো নিজ গুণে গুণহীন সন্তানের গতি।

পাবে কি মা শুভ দিন রক্ষাকর দীন হীন
জীবনান্ত হবে যে দিন রাঙ্গা চরণ ভগবতি॥ ৮

—০—

রাগিণী খাম্বাজ। তাল একতালা।

(যাওহে শুব জনক ভবনে)

দয়াময় দয়া কর বিতরণ
কৃপাসিন্ধু হরি পতিত পাবন
অধম সন্তানে যেন ধ্যান জ্ঞানে
জানে তোমায় নির্ব্বিকার নিরঞ্জন॥

মুগ্ধ জীব তব বৈষ্ণবী মায়ায়
ভেদজ্ঞানে তারা জানে হে তোমায়
এমায়া প্রপঞ্চ নাশ হে কৃপায়
সঞ্চার হৃদয়ে অভেদ জ্ঞান॥

কেহ জানে তুমি ত্রিভঙ্গ মুরারি
কেহ সূর্য্য গণপতি ত্রিপুরারি
কেহ শক্তি মানে খোদায় কেহ জানে
যিশুখৃষ্টে ইষ্ট বলে হে খৃষ্টান ॥

না ঘুচিলে জীবের ভেদজ্ঞান ব্যাধি
হরি হর খোদা যিশু খৃষ্ট আদি
কিরূপে জানিবে তোমারি উপাধি
নিরুপাধি তুমি সর্ব্বত্র সমান ॥

হিন্দু বলে থাক কাশী বৃন্দাবনে
জর্ডনে বিরাজ বলে হে খৃষ্টানে
মক্কায় থাক বলে জানে মুসলমানে
বিশ্বব্যাপী বলে কার হয় জ্ঞান ॥

রক্ষাকর বলে ওহে জগত প্রভু
ওহে জ্যোতির্ম্ময় স্বপ্রকাশ বিভু
মন যেন আমার নাহি ছাড়ে কভু
জীবনে মরণে চরণে শরণ ॥ ৭

—o—

রাগিণী খাম্বাজ। তাল চৌতাল।

(নীলবরণী নবীনা রমণী)

ভজ যোগীজন পরম সাধন পরম পুরুষ পরমাত্মন।
পরাৎপর পরমেষ্ঠী পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম ॥

ব্রহ্মরূপ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কারণ
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সিরজন
জ্যোতির্ম্ময় জলধি শয়ন
[নারায়ণ নরোত্তম ॥

ত্রিগুণাতীত ত্রিতাপনাশন
নির্ব্বিকার নিরমল নিরঞ্জন
বচনাতীত পতিত তারণ,
আদি অন্তহীন প্রভু ত্রিবিক্রম ॥ ১০

—০—

রাগিণী ভয়রোঁ। তাল একতালা।
(১ নং গানের সুর)

কালে পরাজয় কর যদি মন
ভাব সে যশোদানন্দনে।
ভাব, ত্রিভঙ্গ মুরারি বেণু চূড়াধারী
হরি হৃদি বৃন্দাবনে ॥

আব্রহ্ম স্তম্ভের সেই মুলাধার
সাধনের ধন শ্রীমতী রাধার
ভক্তি-ডোরে যিনি ব্রজ গোপিকার
বাঁধাছিল দৃঢ় বন্ধনে ॥

ব্রহ্মাদি দেবতা ধ্যানে যারে চায়
ননী দিয়ে যারে যশোদা নাচায়
দিব্যরূপ পায় দাসী কুবজায়
চর্চ্চিয়ে যে পায় চন্দনে,—

যে জন বলিরে ছলিল ত্রিপায়
পাণ্ডবে রাখিতে ছলে দুর্ব্বাসায়
প্রহ্লাদে রক্ষা করে করি-পায়
নিরুপায় ভক্তের ক্রন্দনে॥

যুগে যুগে যিনি নাশিতে ভুভার
ধরে ধরণীতে দশ অবতার
কাল-নাশা তাঁর নহে গুরুভার
মন যার থাকে তাঁর চরণে,—
রক্ষাকর বলে কালে কি রে ভয়
হরিনামে যার অঙ্কিত হৃদয়
কালের কাল হরি কররে সহায়
ভুলনা আঁখির স্পন্দনে॥ ১১

—০—

রাগিণী বাগেশ্রী। তাল আড়া।

(কে রচিবে মধুচক্র)

কে ঘুচাবে মায়া মোহ মা তোমার কৃপা বিনে।
ডুবিলাম বিষয় কূপে না সঁপে প্রাণ ও চরণে॥

ইন্দ্রিয় লালসা স্রোতে না পারি মা নিবারিতে
হিত পথের বিপরীতে ছ জনা ছয় দিকে টানে ॥

যদি ভাবি ভাবি হরি কে যেন লয় মন হরি
ধন চিন্তায় কাল হরি হরি আর পড়ে না মনে ॥

এই নিবেদন পদতলে রত্নাকরের অন্তঃকালে
প্রাণ যেন যায় কালী বলে ভাঁসি যেন তত্ত্বজ্ঞানে ॥ ১২

—০—

রাগিণী মুলতান। তাল একতালা।

(জীব সাজ সমরে)

মনের ঘুচাও মা বিকার।
তোমা বিনে মা তার নাই প্রতিকার ॥

কামাদির বশে পাইনে মা দেখিতে
ঘুরে বেড়াই সদা বিপথগামীর পথে
যদি লয় মা রবিস্থতে গিরিস্থতে! তবস্থতে
অপযশ হবে কার?

কেন হয় মা সদা মোহ অপাত্রেতে স্নেহ
হৃদয়ে সন্দেহ অনিবার,—
কেন কালী নাম পীযুষে ত্যজে মা কুরসে
বশীভূত রসনা আমার,—

কেন মা চঞ্চল নয়ন-যুগল
নিরখিতে শ্যামা যাহে অমঙ্গল
আমি একাকী কি করি বল গো শঙ্করী—
ছটা অরি আছে পাছে যার॥

আমার সদুপায় বল না ও হর ললনা—
ছলনা কি সাজে মা তোমার
মা হয়ে সন্তানে রাখ্‌তে নার বশে
রিপু করগত কর অনায়াসে
আবার কুসংসর্গ দোষে দোষী কর শেষে
একি নয় মা ঘোর অবিচার॥ ১৩

—০—

রাগিণী পূরবি। তাল আড়া।
(দিবা অবসান হলো)

মত্ত হওরে মন অলি কালী মায়ের শ্রীচরণে।
যাবেরে তোর ভবক্ষুধা ও পাদপদ্মের সুধাপানে॥

বিষয় বিষ কুসুমে সদা ভ্রম সুধা ভ্রমে
জানিবে যাতনা যবে যাবে কৃতান্ত সদনে॥

সে সুধার তত্ত্ব জানি মত্ত সদা শূলপানি
না ছাড়ে পদ দুখানি হৃদে রাখে সযতনে॥

রত্নাকরের যুক্তি শুন   কর যদি সুধাপান
চরণে প্রাণ অর্পণ   করে বসে থাক ধ্যান॥ ১৪

—০—

রাগিণী দেশ মল্লার। তাল কাওয়ালী।
(৭নং গানের সুর)

কি ভয় ভবানী পদে রাখ মন।
হবে পরাজয় দুরন্ত শমন
ও তোর, না রবে ভব আপদ ঘুচিবে পদ বন্ধন॥
ও তোর, ইন্দ্রিয় হবে দমন বশীভূত রিপুগণ
স্থির হবে মন প্রাণ অনুক্ষণ,—
হবিরে স্বাধীন কার নয় অধীন
তখন, করিবে নির্ভয়ে ভবে মন সুখে বিচরণ॥
ও তোর, কেটে যাবে মায়ামোহ সর্ব্বভূতে তুল্য স্নেহ
শত্রু মিত্র ভাব ঘুচিবে তখন,—
হবে পরিহার মনের অন্ধকার
ঘুচে যাবেরে বিকার হবে জ্ঞান চক্ষুরুন্মীলন॥
তবে, শুন ওহে রত্নাকর কেন আর বিলম্ব কর
সার কর শ্যামা মায়ের শ্রীচরণ,—
জান সারোদ্ধার জগত তাঁর বিকার
তুমি মনে কর ভিন্ন আকার জাগ্রতে যেন স্বপন॥ ১৫

—০—

রাগিণী টোরি ভৈরবি। তাল মধ্যমান।

(কবে সমাধি হবে শ্যামার চরণে)

পাপ পুণ্য কারে বা বলে বুঝি কেমনে
যা করাও তাই করি শ্যামা ভাল মন্দ কে জানে ॥

যন্ত্রীরূপা তুমি কালী • যেমন চলাও তেমনি চলি
ফলাফলে জলাঞ্জলি দিয়েছি মা শ্রীচরণে ॥

তুমি কর্ত্তা তুমি কর্ম্ম তুমি ক্রিয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম
কে বুঝে মা তব মর্ম্ম বর্ম্ম যে ধরে ত্রিগুণে ॥

রক্ষাকরের অভিলাষ মুক্ত কর মায়াপাশ—
ভাসাও মা তার হৃদাকাশ ত্রাসশূন্য তত্ত্বজ্ঞানে ॥১৬

—০—

রাগিণী খাম্বাজ। তাল একতালা।

(৯নং গানের সুর)

কে জানে শ্যামা কাহার কপালে,
কি লিখ মা তুমি কৃত কর্ম্ম ফলে ?
মুগ্ধ জীবগণে ভাবে মনে মনে
ঘটে শুভাশুভ নিজ বুদ্ধিবলে ॥

কর্ম্মগুণে কারে তোল মা গোলকে
কর্ম্মক্ষয়ে পুনঃ ফেল মর্ত্ত্যলোকে

কারে কর্ম্মগুণে নিক্ষেপ আগুনে
কর্ম্ম বশে কারে ফেল মা সলিলে ॥

কর্ম্মগুণে কারে কর ক্ষিতিপতি—
কর্ম্ম দোষে দুর্গে কারে দেও দুর্গতি
কর্ম্মবশে সতী পতি-পুত্রবতী
যুবতীর পতি নিধন অকালে ॥

রক্ষাকরের এই আছে মনে মনে
দিবে কর্ম্মফল ও রাঙ্গা চরণে
এতে যেন কিছু ক'রো না মনে
ক্ষমা কর শ্যামা অবোধ ছাওয়ালে ॥ ১৭

—০—

রাগিণী ঝিঝিট। তাল আড়া।

(৩নং গানের সুর)

কেন ডাক না তারে।
এলোকেশী দিগম্বরী সেই শ্যামা মারে ॥

বরাভয় প্রদায়িনী দক্ষিণ যুগল পাণি—
নৃমুণ্ড কৃপাণ যাঁর বাম যুগ্মকরে ॥

ত্রিগুণধারিণী তারা ত্রিলোচনের মনোহরা
ত্রিনয়নী পরাৎপরা ত্রিতাপ হরে ॥

দ্বিজ রত্নাকর বলে যে জন ডাকে কালী বলে
ভয় কিরে তার পরকালে সে কি আর ফিরে ॥ ১৮

—০—

রাগিণী ভঁয়রো। তাল একতালা।
(১নং গানের সুর)

কাল ফাঁস নাশ কর যদি মন
ভাব সে কালবারিণী।
ভবে নাহি রবে ভয় কাল পরাজয়
হয় যার সহায় সে ভবরাণী ॥

যে শ্যামার চরণ সেবি মৃত্যুঞ্জয়
জয় করে বসে আছে ভব ভয়
সে অভয় পদ কররে আশ্রয়
কাল পরাজয় হবেরে জানি

যিনি আদ্যাশক্তি অশিব নাশিনী
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রসবিনী
ভব তরি তাঁর চরণ দুখানী
দীন হীনে প্রতিপালিনী ॥

রত্নাকর যদি কালে কর জয়
ইন্দ্রির সকলে মনে কর লয়

মনে বদ্ধ করে রাখ সহস্রারে
ধ্যান ধরে কালরূপিণী॥ ১৭

—০—

রাগিণী টোরি ভৈরবি। তাল মধ্যমান।

(১৬ নং গানের সুর)

কেন মজনারে মন শ্যামার চরণে।
মনবাঞ্ছা পূর্ণ হবে ও চরণ শরণ গুণে,॥

পূর্ব্বজন্ম সংস্কার অনুসরণ করতার,
কি সাধ্য তায় পরিহার শ্যামা মার চরণ বিনে।

অতুল সুখ ভাণ্ডার রাঙ্গা চরণ শ্যামা মার,
মণ্ডুকে কি পারাপার সাঁতারের সুখ জানে॥

দিও না আর পরিচয়, ক্ষুদ্রমতি অতিশয়
ইচ্ছা সদা তুচ্ছ বিষয় সয় কি রক্ষাকরের প্রাণে॥

—০—

রাগিণী সুরাট মল্লার। তাল একতালা।

(শ্মশান ভবনে ভব যায় ভাবে)

কি ভয় যেতে রে তোর, ভবপারে।
থাক্‌তে হরির নাম ডরাও কারে?

জান না সে হরি এ ভবের কাণ্ডারী
ত্বরা করে তুমি ডাকরে তারে ॥

তুমি জান না তার স্বভাব অতি চমৎকার
পারের জন্যে তারে কেউ যদি দেয় ভার
পয়সা কড়ি কিছু দিতে হয় না তার
লয় তারে ভব পারে,—
ভালবাসা কেবল বড় ভালবাসে
ডাক যদি তারে বড় ভালবাসে
সদা থাকে কাছে আজ্ঞাবহ বেশে
অবিচারে তারে যা বল তাই করে ॥

(দেখ) অন্যের স্বভাব বটে চটে নিলে নাম
হরি তারে সদয় যে লয় হরির নাম
পুরায় মনস্কাম এমন গুণধাম.
কে আছে সংসারে,—
বিপদেতে একদিন পাণ্ডবের নারী
বলে ছিল কোথা রৈলে ওহে হরি
(অমনি) বস্ত্ররূপ ধরে তরালে তারে ॥

ওসে, ভকত বৎসল অতুল কৃপায়
যে যেরূপে ডাকে সে সেইরূপে পায়
এঁটো দিলে খায় মিঠে যদি পায়
নাই আপত্তি কোন কাজে,—

দ্বারী সাজায় তারে ব্রজ গোপীকায়
নন্দের বাধা মাথায় নিল নীলকায়
রক্ষাকরে পানে চেও হে কৃপায়
হলে নিরূপায় কৃতান্ত করে ॥ ২১

—০—

রাগিণী পুরবি। তাল আড়া।
(১৪নং গানের সুর)

বুঝিলাম শঙ্করী তোমায় কেন পাগলিনী বলে।
অনন্তরূপিনী তুমি অদ্ভূত তোমার লীলে ॥

যে তোমায় ভজে শঙ্করী ক্ষম না তায় ক্ষেমঙ্করী
শত জন্ম পাপাচারী তরে একবার নাম করিলে ॥

যে জন ধন প্রয়াসী তারে রাখ উপবাসী
যে নহে প্রত্যাশী শ্যামা ধনরাশি তারে মিলে ॥

দ্বিজ দীন রক্ষাকর চায় না মা তোর কোন বর
যাচ্ঞায় কি ভরে উদর যা থাকে হবে কপালে ॥২২

—০—

রাগিণী খাম্বাজ। তাল একতালা।

(আমার কি ফলের অভাব)

সময় ছেড়ে ভেবে কি ফল ?
এখন হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল ॥

হরি বল্‌তে যেন হয়নারে আর ভুল
তিনি এ ব্রহ্মাণ্ডের সূক্ষ্ম তিনি স্থূল
তিনি অনুকূল হ'লে পাবি কুল
একুল ওকুল দুকুল হবে না বিফল ॥

ভাবিতে যদি আগে হরির ব্রহ্মপদ
ব্রহ্মা বিষ্ণু ভবের সম্পদ যে পদ
না র'ত বিপদ হ'তে নিরাপদ
এ ভবের আপদ ঘুচিত সকল ॥

কি ভয়রে তার ভবে হরি যার সপক্ষ
সেকি গণে মনে শমনে বিপক্ষ
প্রহ্লাদে বধিতে দৈত্য হিরণ্যাক্ষ
হরি পক্ষ জনের জেনেছে কি বল ॥

জান না সে হরি কত গুণধর—
চন্দনে কি দয়া কুব্জার উপর
বলে রক্ষাকর হৃদে তারে ধর
হরি দুই অক্ষর করেরে সম্বল ॥ ২৩

—০—

রাগিণী পূরবি। তাল আড়া।

(১৪নং গানের সুর)

কি দোষে করুণাময়ী ঘুচে না মা মায়াপাশ।
কবে প্রনাশিবে শিবে জন্ম মৃত্যু কর্ম্ম ফাঁস॥

ইন্দ্রিয় রিপু নিচয় পঞ্চ প্রাণ গুণত্রয়
তোমার বিভূতি যদি কার দোষে আমায় দোষ॥

যা ইচ্ছা তা তুমি কর সাক্ষী গোপাল রক্ষাকর
তবে কেন বারম্বার আমায় কর কর্ম্মবশ॥

জেনেছি মা ফলাফল যাগ যজ্ঞ যতই বল
হবে না তাহে মঙ্গল বিনা কর্ম্মফল নাশ॥২৪

—০—

রাগিণী লুম ঝিঁঝিট। তাল মধ্যমান।

(কে ধনি তুই ভ্রমিস গোকুলে)

জঠর যন্ত্রণা যে হরে।
সে লইল শুভ জন্ম দেবকীর অষ্টম জঠরে॥

জানে না দেবকী বসু এ যে নয় সামান্য শিশু—
কংস ভয়ে ল'য়ে আশু রাখিতে যায় নন্দের ঘরে॥

ঘোর নিশা অন্ধকার চলিল যমুনা পার
মনে ভাবে নাই নিস্তার দুরন্ত কংশের করে ॥

বসু কৃষ্ণে লয়ে কোলে মনে মনে কৃষ্ণে বলে
কুল রাখ লয়ে গোকুলে পার কর যমুনা পারে ॥

রক্ষাকর কয় কি ভয় কংশে যে ছেলে জন্মেছে বংশে
স্বয়ং ব্রহ্ম পূর্ণ অংশে আর তুমি ভয় কর কারে ॥২৫

—০—

রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল আড়া।

(৩নং গানের সুর)

যদি হবে নিরাপদ
বিপদনাশিনী শ্যামার ভাব রাঙ্গা পদ ॥

যে পদের তত্ত্ব জানি তত্ত্বজ্ঞানী শূলপাণি,
লোটায়ে ধরণী ধরে হৃদয়ে যে পদ।

কাল ভয় নিবারিণী অভয় বরদায়িণী,
নিস্তারকারিণী বিনে কে নাশে বিপদ ॥

বলে দ্বিজ রক্ষাকরে কি ভয় কাল কিঙ্করে,
ও পাদপদ্ম শোভা করে যার হৃদি হ্রদ ॥ ২৬

—৪—

রাগিণী সুরট মল্লার। তাল একতালা।

(২১নং গানের সুর)

বিপদ দেখি রে তোর পদে পদে।
এবার নাই নিস্তার এ আপদে
তবে, পার যদি মন করিতে অর্পণ—
তদ্ বিষ্ণুর পরম পদে ॥

ওরে, যে পদে আক্রান্ত বিশ্ব চরাচর
যে পদে উদ্ভবা গঙ্গা, গঙ্গাধর
জটায় ধরি সদা আনন্দ অন্তর
আমি কি গুণ তার জানি,—
চতুর্ম্মুখ পঞ্চ মুখ দুই জনে
যুগ চতুষ্টয় সে গুণ বাখানে
হয় কিনা সম্ভব সে পদ বৈভব
বর্ণনে পরাস্তববেদে ॥

তুমি, শুন নাই সে পদের কি পদ মর্য্যাদা
শনকাদি ঋষি ধ্যান চিন্তে সদা
ভবার্ণবে তরি যে পদের সর্ব্বদা
নিযুক্ত ভবের পারে,—
রক্ষাকর বলে ভাব কি বিপদে
মন থাকে যদি বিপদহারীর পদে
গোষ্পদে কি ভয় সন্তরণে হয়
ভবার্ণবে জয় হয় সে অবাধে ॥ ২৭

—০—

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ। তাল জৎ।

(কোন ভয় করিস্ না কোলে আয় ছিরে ”

কেন মন আমার হওনারে শরণাপন্ন সে পদে
হলেন পতিতপাবনী গঙ্গা উদ্ভব যে শ্রীপদে।

যিনি এ বিশ্বের আদি, নির্ব্বিকার নিরুপাধি—
তাঁহে মন থাকে যদি ভয় কিরে তোর বিপদে॥

করুণাময় গুণনিধি যিনি হন বিধির বিধি—
ভব রোগের এক ঔষধি আছে ঐ রাঙ্গাপদে॥

রক্ষাকরের ধর যুক্তি মায়ায় নাশ মায়াশক্তি
ইচ্ছ যদি পেতে মুক্তি জন্ম মৃত্যু আপদে॥২৮

—০—

রাগিণী খটভৈরবি। তাল একতালা।

(আর নাই মোচন, পিতা ত্রিলোচন)

ওহে দয়াময় করি কি উপায়
রাখ বিষম সঙ্কটে হরি।

প্রাণ যাবে ক্ষতি নাই তাহে না ডরাই
জানি নাথ শরীর নহে চিরস্থায়ী
বল কি করে এ বিষ নিবেদন করি॥

চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য যাহা কিছু পাই
তোমারে না দিয়ে কখন না খাই
জেনে শুনে বিষ কি করে খাওয়াই
আবার না দিয়েইবা খাই কি করি ॥

পিতৃ আজ্ঞায় বিষ করিবহে পান
প্রাণ হ'তে পিতার আজ্ঞা গরীয়ান্
তুমি ভিন্ন এবার নাহি পরিত্রাণ—
বিষে হওহে অধিষ্ঠান ত্রিভঙ্গ মুরারি ॥

তব কৃপায় দাসের ঘুচেছে সংসয়
বিষেও তুমি আছ জানিহে নিশ্চয়
তবে কেন বৃথা করি কাল ক্ষয়
এই আমি এখনি বিষ পান করি ॥ ২৯

—০—

রাগিণী ঝিঝিট। তাল মধ্যমান।

(কে যাবে গিরি ব্রজপুরীতে)

রেখ মা বিপদে।
সপিলাম জীবনধন শ্রীমন্তে শ্রীপদে ॥

মা তোমার কৃপা বলে শ্রীমন্তে পেয়েছি কোলে
দেখো মা যেওনা ভুলে পড়িলে আপদে ॥

শ্রীমন্ত যাবে সিংহলে সঙ্গে যাও সর্ব্বমঙ্গলে
ফিরে এলে দিও কোলে মিনতি পদে ॥

মা তুমি সর্ব্বব্যাপিনী সর্ব্বশক্তি সুবচনী
সর্ব্বদা থেক ভবানী নিকটে বরদে ॥ ৩০

—০—

রাগিণী জঙ্গলা। তাল একতালা।

(মা আমায় ঘুরাবি কত)

কি ধন আছে শ্যামা বিনে ?
তুমি ধন চেননা মনের গুণে ॥

মায়ের চরণ অমূল্য ধন
যোগে যাগে ধর ধ্যানে।
হবে ধনের আশা পূর্ণ, গেলে
সেই অসীম ধনের সন্নিধানে ॥

সংসারের হন তিনি মূলধন;
স্থূলে ভুল তোর হয়রে কেনে ?
ত্যাজ অনিত্য ধন, সাধরে সে ধন
ধনী হবে থাকে মনে ॥

রক্ষাকরের এই অভিলাষ
জাগে সদা মনে মনে।

একবার কলে বলে সে ধন পেলে
গাড়্‌বে হৃদে সঙ্গোপনে ॥ ৩১

—০—

রাগিণী আলিয়া। তাল একতালা।

(রামের তুল্য পুত্র কেবা পায়)

কৃপা বিতর হে ত্রিনয়ন।
চাই না টাকা কড়ি বাড়ী কিম্বা গাড়ী জুড়ি
ছাতা জুতা ছড়ি শাল শাড়ী ঘড়ি চেন ॥

ভিক্ষা মাঙ্গি তুমি যে ধনের ধনী
জটায় বিরাজমানা পতিতপাবনী
কিম্বা শ্যামা মায়ের চরণ দুখানী
যা ইচ্ছা হয় কর দান ॥

শুনেছি পুরাণে স্কন্দ সুত প্রদ
কৈবল্য দেন হরি ভানু আরোগ্যদ
জ্ঞানদাতা হর তুমি দিগম্বর
রত্নাকর চাহে জ্ঞান ॥ ৩২

—০—

রাগিণী বিভাস। তাল একতালা।

(কোথা ওহে রাম দুর্ব্বাদল শ্যাম)

কোথা দয়াময় রাখ এ সময়
বিপদ ঘুচাও ওহে বিপদ ভঞ্জন।

দেখ এ দাসীরে আনে কেশে ধ'রে
সভায় বস্ত্র হরণ করে দুষ্ট দুঃশাসন ॥

অবলার গতি পতিহে কেশব
শব প্রায় পণে বন্ধ তারা সব
ভীষ্ম, অন্ধরাজ সভাতে বিরাজ
ক্ষত্তা আছে হে নাথ,—
তারা দাসীর ভাগ্য দোষে না করে বারণ ॥

সখী ব'লে দাসীর বাড়ায়েছ মান
হলে অপমান সভা বিদ্যমান
কে বলিবে হরি কর পরিত্রাণ
আর তোমারে হে,—
এইবার না করিলে দাসীর লজ্জা নিবারণ ॥

শাশুড়ি গান্ধারির ধরিয়ে চরণ
বলিলাম তাঁরে কর নিবারণ
কপালের লেখা কে করে খণ্ডন
তোমা বৈ হে,—
এখন অবলার বল কেবল ক্রন্দন ॥ ৩৩

—০—

রাগিণী আলিয়া। তাল আড়া।

(কৈ হে দ্বিজ তোমায় কই)

ভয় কিরে মন ভবার্ণবে ডাক কালী কালী বলে।
জান না কি শ্যামা যারে ভব-ভয়-হারিণী বলে॥

ভাব যদি ভবানীরে ভয় কিরে তোর ভবানীরে
কোন ভয় তার থাকে কিরে একবার কালী নাম করিলে॥

নিদ্রিতা মা মূলাধারে ডেকে চেতন কর তাঁরে
ঘুচিবে ভয় কৃতান্তেরে সহস্রারে তারে নিলে॥

কর পদে নিবেদন অন্তিমে মা দিও যেন
কালী সর্ব্বময় জ্ঞান রত্নাকরের হৃদকমলে॥ ৩৪

—০—

রাগিণী বিভাষ। তাল ঝাঁপতাল।

(২ নং গানের সুর)

জন্মিলেন অদিতি গর্ভে খর্ব্বাকারে জগত কারণ।
নাশিতে বলির গর্ব্ব গর্ব্বহারী ভব তারণ॥

পুরাণে আছে প্রচার ক্রমে দশ অবতার
হরিতে ধরার ভার হরির শরীর ধারণ
যিনি কর্ত্তা তিনি কর্ম্ম যিনি কার্য্য তিনি কারণ

আছে রাষ্ট্র জলার্ণবে বধিয়ে মধুকৈটভে
মেদে মেদিনীর সৃষ্টি করি জনার্দ্দন,—
কূর্ম্ম রূপে তার ভার ধরি পৃষ্ঠে আপনার
বরাহে ধরা উদ্ধারে দন্তে করিয়ে বিদারণ ॥

বল, কারসাধ্য বর্ণিবারে ধূর্জ্জটি পারে কি নারে
আমি কি বর্ণিব তারে অতি অকিঞ্চন.
জলধি হয় মস্যাধ্যার সুমেরু লেখনী তার
পত্র যদি হয় অম্বর গুণকণা না করে ধারণ ॥ ৩৫

—০—

রাগিণী জঙ্গলা। তাল একতালা।

(৩১ নং গানের সুর)

মা আমি এসেছি কূলে।
যেন স্থান দিও মা চরণ তলে ॥

পতিত পাবনী তুমি বেদ পুরাণ আগমে বলে।
আমি তাই শুনে এসেছি গঙ্গে ভুল না অভাগ্য ফলে ॥

শত যোজন অন্তে থেকে যে জন গঙ্গা গঙ্গা বলে।
হয়, তখনি তার পাপ বিমোচন বিষ্ণুলোকে সে যায় চলে ॥

রত্নাকরের অন্তিমে মা অর্দ্ধ নাভি গঙ্গাজলে।
যেন স্মরণ হয় মা রাঙ্গাচরণ মরি গঙ্গা গঙ্গা ব'লে ॥ ৩৬

—০—

রাগিণী আলিয়া। তাল একতালা।

(৩২ নং গানের সুর)

নিলাম চরণে শরণ শ্যামা,
অতি পাপিষ্ঠ দুর্ম্মতি যদি চায় মা গতি,
জেনে অগতির গতি ও চরণ শ্রী মতি,
তারে কি করনা ক্ষমা॥

মায়ের দৃষ্টি সদা অশান্ত বালকে,
পাছে তার দ্বেষ করে অন্য লোকে,
আমায় যে দ্বেষে মা ভানুর বালকে,
তার কি মা হবে না সীমা॥

অক্ষম সন্তানে মা ভিন্ন না বুঝে,
তা কি মা জান না ওগো চতুর্ভুজে,
তবে কেন কাল তোমার তনুজে,
খোজে রক্ষাকরে উমা॥

এ ভব সংসার অতি সুবিস্তার,
ত্রাসে মরি দেখে নাহি পারাপার,
কেমনে হই পার না জানি সাঁতার,
পার ক'রে রাখ মহিমা॥ ৩৭

—o—

রাগিণী জঙ্গলা। তাল একতালা।

(৩১ নং গানের সুর)

মন তোরে রে সত্য বলি।
ভেবে দেখ ভবের মাঝে নাই রে কিছু ভিন্ন কালী॥

দারা সুত পিতা মাতা যারে বল গৃহস্থালী
মিছে অনিত্যেরে বল নিত্য না বলিয়ে নিত্য কালী॥

স্থাবর জঙ্গম ক্ষিতি স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলী
ওযে, সকল শ্যামার প্রতিবিম্ব যা দেখ তিনি সকলি॥

রত্নাকরের এই মিনতি ল'ওরে একটী যুক্তি বলি
যদি, মুক্তি বাঞ্ছা কর পাপ পুণ্যে দেওরে জলাঞ্জলি॥ ৩৮

রাগিণী লুম। তাল ঠুংরি।

(কালী কালী বল কালীপুরে চল)

জাগ জাগ মন ডাক ডাক ঘন
পীত বসন ব্রজলালে।

যশোমতী জীবন গোপীনী মোহন
ভব ভয় মোচন নন্দদুলালে॥

রাস-রস-নিপুণ গিরিবর ধারণ
বস্ত্রহরণ বনমালে ॥

গোধন চারণ সঙ্কট ভঞ্জন
পূতনা নিধন শিশু কালে ॥

শিখিপুচ্ছ ধারণ বংশী নিনাদন
রাধারমণ গোপালে ॥

ভৃগু পদ ধারণ কালিয় নিবারণ
তারণ ব্রজ কি রাখালে ॥ ৩৯

—০—

রাগিণী জঙ্গলা। তাল একতালা।
(৩১ নং গানের সুর)

মন যদিরে শিখ্‌বি ঝাড়া।
পড় বীজ পড়িয়ে কালীমন্ত্র কাল নিবারণ খাড়াক্‌খাড়া ॥

যদি বল কি প্রত্যক্ষ ? এই বলি দেওরে তাড়া।
দেখ কালকূট খাইয়ে কাল কালী বলে হ'ল খাড়া ॥

মন্ত্র তন্ত্র সকল মিছে নাইরে কিছু কালী ছাড়া
ওরে, রত্নাকরের এই মিনতি কালী নামের হওরে গোঁড়া ॥ ৪০

—০—

রাগিণী আলিয়া। তাল ঢিমে তেতালা।

(তোরা দেখে যা রোহিণী দিদি এ কেমন)

সদা, দিও মা গায়ত্রি ! হৃদে দরশন।
যেন হইনে মা বিস্মরণ ॥

মাগো, তোমার সেবক বলে পরম পূজ্য ভূমণ্ডলে
আজ্ঞাবহ দেবকুলে শমনে করি শাসন ॥

তোমার প্রসাদে কিবা অসম্ভব
যা ইচ্ছা করিতে পারি ভয়ে কম্পিত বাসব
বিধাতা বিধ্বস্ত মানে পরাভব
ত্রাসে পদচিহ্ন ধারণ করে কেশব,
মাগো, কি অসাধ্য তব বরে লক্ষ্মী ডরান দুর্ব্বাসারে
গঙ্গা জহ্নু মুনিরে করে স্মরণ ॥

ত্রিজগতে কি আছে তার অসাধ্য ?
ত্রিসন্ধ্যা যে চিন্তে তোমায় রবি মণ্ডল মধ্যে
প্রাতে রক্তবর্ণা ত্রিলোকের আরাধ্যে
চিন্তে মা সাবিত্রী রূপা দিবার্দ্ধে,
যে জন, চিন্তে দিবা অবসানে বাণী গরুড় বাহনে
চতুর্ভুজা বিষ্ণুসনে শ্যামল বরণ ॥ ৪১

রাগিণী পলাস খাম্বাজ। তাল একতালা।

(দেখহে কুঞ্জে সে সুখ ভুঞ্জে)

ও তার, ভয় কি ভবে যে জন ভক্তি ভাবে
ভাবে ভবারাধ্যা ভবানীর চরণ।
তারে সর্ব্বত্র বিজয়ী করেন ব্রহ্মময়ী
সামান্য তার কাছে কৃতান্ত বারণ॥

যে জন আপদে বিপদে হৃদে ও শ্রীপদে
চিন্তা ক'রে করে পদ সঞ্চারণ,—
তার বিপদ নাশিতে অগ্রে অগ্রে যান অসিতে
যেমন শ্রীরামের সীতে উদ্ধারিতে বধে দুরন্ত রাবণ॥

তিনি স্ত্রী পুরুষ কৃষ্ণ শ্যাম শ্বেত রূপা
নিরূপা বহুরূপা রূপের কারণ।
তিনি সৃষ্টি তিনি স্থিতি তিনি অগতির গতি
ব্রহ্মাকরের মতি গতি কররে সঙ্গতি ও রাঙ্গা চরণ॥ ৪২

—০—

রাগিণী ইমন। তাল চৌতাল।

(কেন ডাক দয়াময়)

প্রণতি প্রভাকর।
স্বপ্রকাশ পুরুষ প্রণব জ্যোতি ধর॥

তুংহি আদি অন্ত রহিত
তহুঁ তেজে বিশ্ব পরকাশিত
সৌর জগত তোমার রক্ষিত
তুমি সৃজ পাল সংহার ॥

আদি দেব অদিতিসুত
শুদ্ধ সত্ত্ব রজ তম বিরহিত
দেবের প্রধান তুমি বিবস্বান্
বিশ্বব্যাপী তুমি তমোহর ॥ ৪৩

—•—

রাগিণী খাম্বাজ। তাল চৌতাল।
(১০ গানের সুর)

ধ্যান ধর রে শ্যামার চরণে
পরিহর মন বৃথা পরিজনে।
ছাড়রে বাসনা কর উপাসনা
শবাসনা হৃদে রাখি সযতনে ॥

চতুরঙ্গে কর পূজার বিধান
স্নপন পূজন হোম বলিদান
কর যদি এবে পূজা সমাধান
পাবে পরিত্রাণ জনম মরণে ॥

পাদ্য অর্ঘ্য ধূপ দীপ আচমন
পঞ্চভূতে পঞ্চ কর আয়োজন
পুষ্প বিল্ব পত্র সুগন্ধ চন্দন
দেহ সত্ত্ব রজ তম তিন গুণে ॥

পঞ্চ প্রাণে পঞ্চ প্রদীপ দেও জ্বেলে
মনে দেও দশাঙ্গ শলাকার স্থলে
আরতি বাদ্য বাজাও রে যগলে
নৈবেদ্য দেও রূপ, রস আদি জ্ঞানে ॥

জ্ঞানাগ্নিতে কর ইন্দ্রিয় হবন
প্রেম অশ্রুনীরে কররে স্নপন
বিবেক অসি করে করিয়ে ধারণ
কর বলিদান রিপু ছয় জনে ॥ ৪৪

—•—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

জ্ঞান তত্ত্ব।

—০::০—

রাগিণী মুলতান। তাল একতালা।

(১৩ নং গানের সুর)

মন কর নিরূপণ।
এ সংসারে তোমার কে আছে আপন ॥

পিতা মাতা ভ্রাতা মনে কর যারে,
প্রাণাধিক দেখ পুত্র পরিবারে,
তারা, কেহ কার নয়, নিজে আসে যায়,
নিজ কর্ম্মে করে বিচরণ ॥

একবার স্বার্থ শূন্য চোখে, বল না আমাকে,
পুত্র মুখ করি নিরীক্ষণ,—
তুমি পাবেরে দেখিতে, শত্রুতে পুত্রেতে,
ভিন্ন ভেদ রবে না তখন।
চিন্তা কর মন না হয়ে প্রমত্ত,
জ্ঞান চক্ষে একবার দেখ আত্মতত্ত্ব,
জানিবে সংসারে কে তব আত্মীয়
সত্য না রবে গোপন ॥ ৪৫

—০—

রাগিণী বাগেশ্রী। তাল আড়া।

(১২ নং গানের সুর)

ভ্রম মন কি কারণ কুটিল ইন্দ্রিয় পথে।
কাল সম রিপুগণে অনুক্ষণ লয়ে সাথে॥

জান না তাদের রীত, নাহি বুঝে হিতাহিত,
ফিরায় নিজ অভিমত, হিত বুঝায় বিপরীতে॥

রিপুগুলা বড় খল, বলিষ্ঠ তাহে চঞ্চল,
তোমারে পেলে দুর্ব্বল, ক্ষণে পারে বিনাশিতে॥

হিতবাক্য শুন মম, সঙ্গে রাখ শম দম,
রিপুকুল-পরাক্রম, উপশম হবে তাতে॥ ৪৬

—o—

রাগিণী লুমঝিঁঝিট। তাল মধ্যমান।

(চল প্রভাসে আর কার আশে)

এই কি মা তোর সেবকের গতি?
দেখে না হয় মতি।
ভয় পেয়ে যে তোমায় ডাকে
তার কর মা এ দুর্গতি॥

যে তোর পদে মাঙ্গে নির্ব্বাণ
তার প্রদীপ হয় আগে নির্ব্বাণ
ঘুচাও তার গরিমা গীর্ব্বাণ
হর তার ধন সঙ্গতি,—
নাশ তৃষ্ণা বিষয় বাসে
স্ত্রী পুত্রে না সে সম্ভাষে
বাস ইচ্ছে বন বাসে
সুবাসে তার না রয় প্রীতি॥

না থাকে তার পুষ্ট কান্তি
জটা হয় তার সুচিকণ কেশ।
ধরাও ভস্ম পরাও বাকল
অস্থি চর্ম্ম তার অবশেষ।
রয় না তার কোন সম্বন্ধ
রূপ, রস, স্পার্শ, গন্ধ,
তুল্য তার ভাল মন্দ
নির্ব্বন্ধে তার পূর্ণাহুতি॥

জাতি কুল মান তার
হতে থাকে অন্তর্দ্ধান।
খাদ্যাখাদ্যে কিছুমাত্র
রয় না মা, তার ভেদ জ্ঞান,—
কেউ যদি মা এত পারে

তবে লও তায় ভব পারে।
রক্ষাকর যদি না পারে
তবে কি তার নাই নিষ্কৃতি ॥ ৪৭

—০—

রাগিণী বাগেশ্রী। তাল আড়া।
(১২ নং গানের সুর।

কেন মন কি কারণ আজ এত প্রফুল্ল দেখি।
কি অভীষ্ট পূর্ণ হ'ল কি কারণে হলে সুখী ?

বিষয় বাসনা স্রোতে আরোহিয়ে কর্ম্মপোতে
হয় কি হে প্রফুল্ল হ'তে না হতে পার উন্মুখী ॥

পথ অতি সুবিস্তার নাহি তার পারাপার
হয় কি আশার সঞ্চার এখনও এ পারে থাকি ॥

শুন ওহে রক্ষাকর কেন আনন্দ অন্তর
না যাইতে ভব পার প্রফুল্ল এ পারে থাকি ॥ ৪৮

—০—

রাগিণী খাম্বাজ। তাল একতালা।
(২৩নং গানের সুর)
যাবি যদি সুখের পারে ॥
সদা ডাক শ্যামা সুখদারে ॥

অসীম আকার সে সুখ ভাণ্ডার
অনির্ব্বচনীয় নাহি পারাপার
করি শ্রম ক্লেশ করিলে প্রবেশ
সুখময় বেশ—সে জন ধরে ॥

সে সুখের তুলনা কিসে দিব বল
অনন্ত আকাশের হয় না যেমন তুল
অন্ধে কি বুঝিবে কি পদার্থ আলো
চিরকাল কাল যার জাগে অন্তরে ॥

এ সংসারে যে সুখ কর উপভোগ
তার সঙ্গে সে সুখের বিষম অসংযোগ
আরোগ্য ভ্রমেতে সদা ভোগ রোগ
সুধার তৃষ্ণা কিরে জলে নিবারে

দুর্গম অতিশয় সে সুখের পথ
শম দম সাধ ইন্দ্রিয় সংযত
রিপু পরাজয় সুখ দুঃখ লয়
করে সাধ সুখ-ময়ী শ্যামা মারে ॥ ৪৯

———০———

রাগিণী পূরবি। তাল আড়া।
(১৪নং গানের সুর)

কি দেখ কি কর মন শমন নিকট হ'ল।
ভাব দেখি মন আমার কি লবে সঙ্গে সম্বল।

কৃতান্ত দুরন্ত অতি সে করে নাহি নিষ্কৃতি।
কারলে স্তুতি মিনতি না ছাড়ে তিলার্দ্ধ কাল ॥

ক'রনা আর কালক্ষেপ সময় হয়েছে সংক্ষেপ
ধীরে ধীরে পদক্ষেপ এ সময় কি করা ভাল ॥

মৃত্যু বেড়ায় পায় পায় রক্ষাকর কয় একি দায়।
দিবা রাত্রি সে শঙ্কায় ভেবে এ কায় কালি হ'ল ॥৫০

রাগিণী আলেয়া। তাল আড়া।

(৩৪নং গানের সুর)

মা তুমি বিশ্ব ব্যাপিনী বেদাগমে কেন বলে
তবে কি মা সর্ব্বস্থলে বিরাজ সর্ব্ব মঙ্গলে ?

ভূ ভূর্বস্বঃ মহঃ জন তপ সত্য লোকগণ
আছে কি অধিষ্ঠান মা তোমার সপ্ত পাতালে ?

আছে কি সূর্য্য রশ্মিতে গ্রহ নক্ষত্র আদিতে
মরুৎ ব্যোম ক্ষিতিতে প্রদীপ্ত তেজে সলিলে ?

শ্মশান শৈল কাননে প্রান্তর প্রমদাননে
তরঙ্গ তুফানে মনে ধনে প্রাণে বনস্থলে ?

না হয় প্রত্যক্ষ স্তুতে যদি সর্ব্বত্রে থাকিতে
কেন মা পাইনে দেখিতে হৃদপদ্মে আঁখি মুদিলে॥ ৫১

—○—

রাগিণী জঙ্গলা। তাল একতালা।
(৩১নং গানের সুর)

ভয় কি রে মন মরা বলে!
ওটা ধরা কথা সবাই জানে মৃত্যু আছে জন্ম হ'লে॥

ঘট.ভাঙ্গিলে ঘটত্ব যায় সত্ত্বা না যায় কোন কালে
তেমনি দেহ যাবে সত্ত্বা রবে তবে আর কেমনে ম'লে?

মরণের ভয় কেন যে হয় সে রহস্য দিচ্চি ব'লে॥
ওসে আর কিছু নয় দেহের প্রতি আমিত্ব জ্ঞান আছে ব'লে॥

এ মরা তো মিছে মরা এরে যাওয়া আসা বলে
আছে রক্ষাকরের মনের ইচ্ছা ফির্‌বে না আর এবার ম'লে॥৫২

—○—

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়া।
"এই কালীদহের জলে শতদলে বসে ছিল"

কিরূপ কি গুণ তোমার কে জানে হে জনার্দ্দন।
তুমি তত্ত্বাতীত তব তত্ত্ব না পায় ত্রিলোচন॥

কেহ বলে নিস্ত্রৈ গুণ্য নিত্য আদি অন্ত শূন্য
কেহ বট পত্র শায়ী কেহ অনন্ত শয়ান॥

কেহ ভাষে নন্দ সুত দেবকী গর্ভ সম্ভূত
কেহ কৌশল্যার পূত করে নিরূপণ,—
কেহ বলে বৈণকেয় মীন কূর্ম্ম বলে কেহ
বরাহ নৃশিংহ বলে কেহ অদিতি নন্দন॥

মৈত্র কুল কুলাঙ্গার নিরক্ষর রক্ষাকর
ধরিতেছে নিশাকর করে কর প্রসারণ,—
কি সাধ্য করুণাধীনে জানে তোমায় পুণ্যক্ষীণে
তব তত্ত্ব তুমি বিনে কে করিবে নিরূপণ॥৫৩

—০—

রাগিণী জঙ্গলা। তাল একতালা।
(৩১ন গানের সুর)

মা! তোমায় তুষিব কিসে?
আমি ভেবে কিছু পাইনে দিশে।

তোমা ছাড়া কি আছে মা তুমি বা না আছ কিসে
করি তোমায় দিয়ে তোমার পূজা বেদ আগমে যেমন ভাষে॥

কেউ বলে মা গন্ধ পুষ্প বিল্বপত্র ভালবাসে

যদি তোমা ছাড়া আর কিছু নাই তাই বা দেই মা কোন
সাহসে ॥

আমার ব'লতে কি আছে মা কিবা দিব ভালবেসে
তবে যে ভ্রমে আমার আমার বলি সেও যে তোমার মায়া
বশে ॥

ভেবে চিন্‌তে রক্ষাকরের এই নিবেদন অবশেষে
যদি তুমি আমি ভেদটী ঘুচাও ভাবনা ঘুচে অনায়াসে ॥৫৪

রাগিণী বেহাগ। তাল কাওয়ালী।
(আশা বাসা ঘোর তমো নাশা বামা কেরে)

কে আমার শ্যামারে বলে কাল ?
কাল রূপে কখন কি জগত্‌ করে আলো ?

বিচিত্র রূপের ছটা ভেদ করে ব্রহ্ম কটা
লাল নীল পীত সিত অসিত, পাটল।

শিখী পুচ্ছ পূর্ণ ইন্দু নীল নভ অরবিন্দ
ইন্দ্রধনু বাল ভানু অম্বুধি জল,—
প্রেয়সী মুখ কমল মৃগ অক্ষি, রক্তোৎপল
এ নয় কি তাঁহার রূপ কাল কি কেবল ?

বলে দীন রক্ষাকর বৃথা কেন চিন্তা কর
সে রূপের কি হয় অন্তর যা ইচ্ছা বল,—
ভক্ত জন মন সাধে ইচ্ছামত রূপ সাধে
তোমার যেরূপ ইচ্ছা বল হবে না বিফল ॥ ৫৫

—o—

রাগিণী জঙ্গলা। তাল একতালা।

(৩১নং গানের সুর)

মন কি মিছে চিন্তা কর?
কেন পরের দায়ে আপনি মর?

তুমি নিজে মুক্ত স্বভাব এটা যদি সত্য ধর
তবে মায়ার কার্য্য তোমার ব'লে কেন তুমি মনে কর।

মায়াবশে ভবে এসে কাণার মত ঘুরে ফের
এখন চারদিকেতে হাতড়ে বেড়াও আসল পথটী ধ'রতে নার ॥

মায়ার ঠুলি যদি খুলি জ্ঞানাঞ্জন পরিতে পার
তবে ফুটবে নয়ন দেখবে অয়ন সঙ্গী হবে রক্ষাকর ॥৫৬

—o—

রাগিণী জঙ্গলা। তাল একতালা।

(৩১ নং গানের সুর)

মা তুমি খেলাচ্ছ ভাল।
যেন পেয়েছ বেদের ছাগল॥

মায়ার দড়ি গলায় বান্ধা পলাই মা কেমনে বল।
আবার ধর্ম্মাধর্ম্ম বাড়ি হাতে একবার নামাও একবার তুল॥

বেদের বেটি বেদে তুমি কোন রূপে মা কারে ছল।
(ওযে) কাঠি দিয়ে সাপ খেলায়ে দেখ্‌ছ বসে কুতূহল॥

মায়ে পোয়ে বোঝা সোজা, বল্‌ছি মা সাবধানে খেল।
এবার আত্মারামের শিষ্য হয়ে, ভেঙ্গে দিব সব কৌশল॥

কোন্ দেশী মায়া মা তোমার, কার কাছে শিখেছ বল।
যারে একবার ফেল মায়া জালে, আবদ্ধ রয় চিরকাল॥

রত্নাকর কয় আর কি তা হয়, কবার লোকে ঠকে বল।
এবার যোগে যাগে কর্ম্ম ভোগে, ছেড়ে হব নিজঞ্জাল॥ ৫৭

রাগিণী জঙ্গলা। তাল একতালা।

(৩১ নং গানের সুর)

মন কি হবে শাস্ত্র প'ড়ে?
শেষে ভাল কর্‌তে মন্দ না হয় দূঢ় কর্‌তে না যায় নড়ে॥

হরি ভিন্ন আর কিছু নাই এ কথা লও দৃঢ় ক'রে।
দেখ জলে হরি স্থলে হরি হরি আছে জগৎ জুড়ে॥

খাও হরি পর হরি হরি তোমার হাড়ে নাড়ে।
তুমি যা দেখ যা শুন হরি হরির ঘাড়ে বেড়াও চ'ড়ে॥

হরির চরণ কর স্মরণ মন যেন না হরি ছাড়ে।
বলে রক্ষাকর জোরে ধর সদাই যেন মনে পড়ে॥ ৫৮

রাগিণী খটভৈরবি। তাল একতালা॥

(২৯ নং গানের সুর)

ওহেঁ বিশ্ব রূপ বলহে স্বরূপ তুমি কি রূপে আছহে বিশ্বে।

আকাশ বায়ু কি অনল কিম্বা জল স্থল
তেজোময় কি চৈতন্যময়,
একবার কৃপা করি সে রূপ দেখাও হে শিষ্যে॥

আদি অন্ত মধ্য কিছু নাই তোমার
শুনি নাই এরূপ রূপত কাহার,
এই রূপেতে নাকি হর বিশ্বের ভার
শুন্‌লে হাঁসি কার না আসে আস্যে॥

মানি নাহে এরূপ কথা গাঁজাখোরি
রূপ থাকে দেখাও কেন লুকোচুরি
যে নহে বিকারী রূপ ধরে কি করি
(আমি) তবে বিশ্বাস করি দেখালে প্রকাশ্যে ॥

ভ্রমে যে রূপ দেখে রজ্জু সর্পাকার
তেম্‌নি দেখে তোমায় বিশ্বের আকার
না ঘুচিলে জীবের মায়া অন্ধকার
আছে সাধ্য কার বুঝে এ রহস্যে ॥ ৫৯

রাগিণী লুম খাম্বাজ। তাল কাওয়ালী।

(ধীরে ধীরে চলিল রাই হংসী গতি) লখ্‌নুর আদ্ধার ঢঙ্গে।

তুমি, দেখিবে আত্মার রূপ হয় যদি মনে।
মাজ, বিজ্ঞান চূর্ণেতে মন মলিন দর্পণে ॥

ত্যাজ রে অহঙ্কার জাতি কুল বিচার
দেখ, কৃমি কীট হতে তোমায় তুল্য জ্ঞানে ॥

হবে তুল্য জ্ঞান যবে পীন স্তন।
অতি কঠিন কর্কশ কাষ্ঠ লোষ্ট্রসনে ॥

যাবে লোভ মোহ শত্রু মিত্র কেহ।
যখন, না রবে সংসারে সব সাম্য জ্ঞানে ॥

ছাড় অভিমান আমি আমার জ্ঞান।
ধর হৃদয়ে ধ্যান তাঁর অন্বেষণে ॥ ৬০

রাগিণী বিভাস খাম্বাজ। তাল আড়খেমটা।

(ওরে রামশশী হবি বনবাসী) জুড়ির সুর।

যদি যাবিরে মন ভব পারে ত্বরা ক'রে আয়।
বেলা গেল সন্ধ্যা হল সাজ গোজে যেন সময় না যায় ॥

একটী নেয়ে ভবের ঘাটে সে বেটা বড় বোম্বেটে
ও রয় সকল ঘটে,
চেনা নৈলে পার করে না অচিন লোকের পার হওয়া দায় ॥

ডাক্‌তে ডাক্‌তে মাথা ধরে দিবা রাত্রি ডাক তারে
সে রয় পর পারে,
পারের মানুষ চিন্‌লে সুরে তবে তার নিকটে যায় ॥

বড় বিপদ ভবের ঘাটে একলা যেতে হয়রে উঠে
আর সঙ্গী না জুটে,
পোর্টমেণ্টোটী নাহি আঁটে ভবের ঘাটের ছোট নায় ॥

রক্ষাকর কয় প্যাসেঞ্জারে পথে কি জলযোগ করে
তা বল আমারে,
সঙ্গে যদি যায়না কিছু 'তবে' আপন কর্ম্মফল কিসে খায় ॥৬১

রাগিণী জঙ্গলা। তাল একতালা।

(৩১ নং গানের সুর)

মনরে! একটা চাক্‌রী নিবি।
কেন মিছে কাজে ঘুরে বেড়াও ঘরে ব'সে সুখে রবি ॥

আর কিছু নয় পোড়ো পড়ান ছটা ছেলের গুরু হবি।
রাখ্‌বি সুশাসনে কোন ক্রমে কুপথে না যেতে দিবি ॥

ফার্ষ্ট ক্লেকেণ্ড দুটো ছেলে সদাই তাদের পাছে রবি।
ওদুটো বড় দুষ্ট হৃষ্ট পুষ্ট তাদের ক'রে সাবধান হবি ॥

হৃদয় নামে পাঠাগারে সযতনে বসাইবি।
দিয়ে নটা দ্বার রুদ্ধ ক'রে নিরোধ বিদ্যা শিখাইবি ॥ ৬২

রাগিণী মুলতান। তাল একতালা।

(১৩ নং গানের সুর)

তোরে ডরাইনে শমন।
আছি হরির নামে ছেড়ে ঔষধি ভক্ষণ ॥

নিবারিতে আমার জন্ম মৃত্যু ব্যাধি
গুরু বৈদ্যনাথ দিলেন এই ঔষধি
সেটী কেবল হরির নাম বিনে অনুপান
গুণ ধামের এই প্রেচক্রিপশান॥

তাতে লিখা আছে ভাল এ ছাড়া ত্রিকাল
পঞ্চ মূলে একটী ডিককৃশান
সে মূল হরি শক্তি হর গণেশ ভাস্কর
ভক্তি রসে করিয়ে সিঞ্চন,

জ্ঞানাগ্নিতে তু'লে অতি উগ্র তাপে
পঞ্চে মিলে এক হবে সে প্রতাপে
তাহে বেরেবে যে ক্বাথ ভব-রোগ নিপাত
হবে করিলে সেবন॥

এখন নাই হে মন্দ ক্ষুধা সুনিদ্রা সর্ব্বদা
সদানন্দে থাকি অনুক্ষণ,
ধ'রে ডিককৃশানের ক্রিয়া মোহ ম্যালেরিয়া
হিংসা ডায়েরিয়া নিবারণ,

গ্রহ শান্তি আদি না যাই সে কুগ্রহে
ইলেকট্রিক লকেট ধরি না আর দেহে
আপদ উদ্ধারের স্তব ছেড়েছি সে সব
যে হ'তে হরির নাম ধারণ॥ ৬৩

রাগিণী জঙ্গলা। তাল একতালা।

(৩১ নং গানের সুর)

মনরে আমার পড়া পাখী।
তুমি কোন্ বুলিতে হওরে সুখী ॥

রাধাকৃষ্ণ শিব দুর্গা কিম্বা বল রাম জানকী।
আমার কিছুতে ভাই আপত্তি নাই
আমি সব গুলাকেই একটা দেখি ॥

নাম গুলা সব উপলক্ষ, তা ব'ল্লে তোর ফল হবে কি ?
পাবে মোক্ষ ফল যদি বল অন্তরে তার স্বরূপ রাখি ॥

কেউ পড়ে মন ষড় দর্শন বেদ বেদান্ত আর কত কি।
সেটা স্বাদ বুঝাবে আর কিছু নয় মিছে কেন চাখাচাখি ॥

রত্নাকরের এই উপদেশ চলরে মন মনে রাখি।
শিখ অন্তরে সেই রূপটী দেখা মুদিত ক'রে দুটি আঁখি ॥ ৬৪

রাগিণী জঙ্গলা। তাল একতালা ॥

(৩১ নং গানের সুর)

ফিরব না আর এবার গেলে।
যাব গায়ের জোরে ভবের পারে
সাতার দিব কালী ব'লে ॥

বিনা বলে কোন কর্ম্ম হয় এ সংসার তো বলেই চলে।
যে জন মরার মত প'ড়ে রবে তার গতি নাই কোন কালে॥

ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো বোঝা সোজা হব ঠেলে ফেলে।
না হয় জ্ঞানাগ্নিতে ভস্ম ক'রে হব এবার নিজঞ্জালে॥

সঙ্গী ছটায় তাড়াইব আপদ যাবে একলা হ'লে।
পরে পঞ্চভুতে চিতাগ্নিতে মনের সুখে দিব জ্বেলে॥

যাওয়া আসার পথটা বাঁকা চাকার মত ঘু'রে চলে।
সে পথে যে গিয়েছে সেই ঠকেছে তারে কর্ম্মসূত্র বলে॥

নিরাপদে ফির্‌বে ব'লে দুর্গা বলে যাত্রা কালে।
এবার রক্ষাকর করিবে যাত্রা পুনর্যাত্রা না হয় ব'লে॥ ৬৫

রাগিণী জঙ্গলা। তাল একতালা।

(৩১ নং গানের সুর)

মন কর কি একাদশী ?
তুমি ডুব দিয়ে জল কররে পান ভুলাও কেন প্রতিবাসী ?

মোহ ক্ষুধা বিষয় তৃষ্ণা সহ্য ক'রে থাক বসি।
তোমার, একাদশী সিদ্ধ হবে না হঁও যদি ভোগ বিলাসী॥

একাদশীর উপোস দেখে রক্ষাকরের পায়রে হাঁসি
যদি, মনের ক্ষুধা তৃষ্ণা না যায় মুখে খেলেই হয় কি দোষী ॥

মৎস্য মাংস মদ্যপায়ি-গণে আমি নাহি দূষি
যদি প্রবৃত্তি নিবৃত্তি থাকে থাক্‌না কেন ঘরে বসি ॥ ৬৬

রাগিণী সুরট মল্লার। তাল একতালা।

(২১ নং গানের সুর)

ভক্তির শক্তি কত কেবা জানে।
যে জন জেনেছে সে জন বিনে
দেখ, কৃতান্ত কিঙ্করে তারে নাহি স্মরে
যে জন ধনী ভক্তি ধনে ॥

দেখ, ত্রেতা যুগে মহাশক্তি ভক্তি গুণে
শ্রীরামে সদয় অকাল 'বোধনে
ভক্তি শক্তি বলে গুহকে সাধিলে
ভব যায় না পায় ধ্যানে,

কি অসাধ্য তার ভক্তি যার সাধা
ভক্তি বশে ভগবান রহে বাঁধা
বিদুরের খুদে পেয়ে ভক্তি সুধা
ক্ষুধা নাশে হরি হরিষ মনে ॥

দেখ, ভক্তি বশে হরি পরম আহ্লাদে
অগ্নি-কুণ্ডে রক্ষা করিল প্রহ্লাদে
উত্তানপাদ সুতে ভক্তির রজ্জুতে
বাঁধে পদ্মপলাশ-লোচনে,

ভক্তি মাখা ডাকে ব্যাকুল হ'য়ে হরি
কূল দিল গোকুলে অকূলের কাণ্ডারী
কনিষ্ঠ অঙ্গুলে গোবর্দ্ধন ধরি
দর্প চূর্ণ ক'রে অদিতি নন্দনে ॥

দেখ, ভক্তি তুল্য নাহি পরম সাধন
ভক্তাধীন হরি বেদের লিখন
ভক্তি শূন্য জন মুক্তির ভাজন
হবে নারে কোন দিনে,

মুক্তি বাঞ্ছা যদি কর রক্ষাকর
অবিলম্বে তবে ভক্তি পথ ধর
ভক্তি যার সহায় ভবে কি তার ভয়
মুক্তি জয় ভক্তিমানে ॥ ৬৭

রাগিণী জঙ্গলা। তাল একতালা।

(৩১ নং গানের সুর)

মন তুমি হ'য়েছ যোগী।
তবে চিন্তা কর কিসের লাগি ॥

যোগী না রয় গৃহবাসে দারা পুত্র বিষয় ত্যাগী।
তুমি, অর্থ চিন্তায় দারা পুত্র ছেড়ে হওরে দুঃখ ভাগী॥

শীতাতপে সুখে দুঃখে যোগীরা না হয় উদ্বেগী।
তোমার, বস্ত্রাভাবে শীতে কষ্ট ছত্রাভাবে রৌদ্র ভোগী॥

যোগীর ভ্রমণ তীর্থবাসে সদা থাকে যোগে জাগি।
ও মন, তুমি জাগ অসৎ চিন্তায় ভ্রমণ কর পেটের লাগি॥

যোগীর সঙ্গে নাই ভেদাভেদ সকল কার্য্যেই প্রতিযোগী।
কেবল, যোগীর চিন্তা পরমার্থ তুমি অর্থের অনুরাগী॥ ৬৮

রাগিণী জঙ্গলা। (বাউলের সুর)

(এসে সংসার প্রবাসে আশার আশে কররে অসার ভাবনা)

ফের মন কর্ম্ম ফেরে এসংসারে বুঝতে নার ভবের খেলা।
কেউ ফেরে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে কার ঘরে অতিথশালা॥

কোন্ রূপসী বানারসী অভিমানে কর্‌ছে হেলা।
দেখে বিদরে হিয়ে তোমার প্রিয়ে লজ্জা ঢাকে দিয়ে কুলা॥

কোন নর হয় গবর্ণর ভাই, বেতন পায় সে কতকগুলা।
কার যায় জীবন-কেটে মুটে খেটে তাও জুটে না একি জ্বালা।

কার নিদ্রা হয় না রে ভাই ছাপড় খাটে উপর তালা।
কেউ না পায় কাঁথা বালিশ
ছাড়্‌তে আলিস জুটেনা তার বৃক্ষ তলা॥

কেউ চ'ড়ে ভাই পাল্‌কি গাড়ী সোণা ঘড়ি চেনে ঝোলা।
কেউবা সেই গাড়ীহাঁকে ঝুল্‌ছে বুকে সুতায় টিনের টিকিটগুলা॥

পণ্ডিতের খণ্ডিতে দুঃখ মিলে না আঁল চা'ল কলা।
মূর্খখায় সমাদরে উদরপূ'রে কালিয়ে কোর্ম্মা কাবাব পোলা॥

ভাব কি পরমেশ্বরে দেয়রে কারে ইচ্ছা যেমন যার বেল্লা।
রক্ষাকর দিচ্ছে ব'লে কর্ম্ম ফলে ফল্‌ছেরে ফল ওরে ভোলা॥৬৯

রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল আড়া।

(৩ নং গানের সুর)

কেন এত অহঙ্কার ?
ক্ষণমাত্র কোথা যাবে ভাব একবার।

যে দেহের মহাবলে অবজ্ঞা কর সকলে
সে দেহ যে চিতানলে হবে ছার খার॥

ধন বিদ্যার অভিমানে যারে ক্ষুদ্র ভাব মনে
জাননা সে শত গুণে অধিক তোমার॥

ক্রোধে হ'য়ে হতজ্ঞান মানী জনার হর মান
লোভে লও পরস্ব হ'রে একি অবিচার ॥

জাননা প্রাণী জগতে কেউ ছোট নয় তোমা হ'তে
বেড়ায় নিজ নিজ পথে বিধি বিধাতার ॥ ৭০

রাগিণী ঝিঝিট। তাল মধ্যমান।

(আয়না গো রথ দেখতে যাই প্যারি)

মন তুমি রে খোঁজ শুভ দিন।
দিন দেখে কে দিবে তোমার মহাযাত্রা হবে যে দিন ॥

যে দিন দিননাথ স্থতে
বাঁধিবে তোমায় রজ্জুতে
দিবে না সে দিন দেখিতে
দিন থাকিতে ভাব সে দিন ॥

এ ভব সংসারে তুমি এসেছ যে দিন
শুভাশুভ ভাগ্য লিপি ঘটেছে সে দিন।

খণ্ডাবে কি শুভ দিনে
যে ঘটন হবে যে দিনে
ফল কি তোমার দিন গুণে
থেকে জন্ম মৃত্যুর অধীন ॥

রক্ষাকরের ত্র্যহস্পর্শ জন্ম যে দিনে
জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি তিনের মিলনে।

কাম ক্রোধ লোভ মোহ
বিষ্টি মঘা অবিগ্রহ
না হবে নিগ্রহ, দীনে
দীনতারিণী না দিলে দিন ॥ ৭১

রাগিণী লুম। তাল মধ্যমান।

(তোমার তুলনা তুমি প্রাণ)

কেন রে অবোধ মন আমার ব্যাকুল সুখের তরে?
জাননা সুখ কেমন বৃথা কেন ফের ঘুরে।

বুঝিলাম অনুমানে সুখ তুমি বল ধনে
কিম্বা পুত্র পরিজনে ভোজনে ভূষণ প'রে ॥

তবেত বুঝেছ ভাল ক্ষণস্থায়ী যে সকল
তারে যদি সুখ বল দুঃখ তবে বল কারে?

সুখ নয় সাম্যান্য ধন মিলে না তা দিলে পণ
কররে তার অন্বেষণ সুখ মিলিবে অন্তরে ॥ ৭২

রাগিণী সুরট মল্লার। তাল একতালা।

(২১ নং গানের সুর)

আশার নিবৃত্তি মা কবে হবে ?
সুখে যাবে দিন দীনের ভবে ?

মনে, না আসিবে আর পুত্র পরিবার
বার বার ধন বৈভবে ॥

আশা পুনঃ পুনঃ মন বর্ত্মে যাওয়া আসা
ক'রে, মা ক'রেছে মম হৃদে বাসা
অসাধ্য এখন সে আশারে নাশা
আশাতেই আমারে শাসে

বহু সেনাপতি সঙ্গে আছে তার
হিংসা ঈর্ষা শোক ক্রোধ অহঙ্কার
গেলে স্থানান্তরে সঙ্গে ধেয়ে ধরে
কি উপায় করিগো শিবে ॥

আছে, দিবা রাত্রি পাছে অনুক্ষণ লেগে
শয়নের সঙ্গী যতক্ষণ জেগে
নিদ্রার আবেশে থাকে স্বপ্ন বেশে
ডুবিলে জলে না ভাগে,

রক্ষাকর জেনে রেখেছে মা মনে
পোড়াবে ও পাপে বিবেক আগুনে

ভস্ম হ'লে আশা ঘুচে যাওয়া আসা
ভবের বাসা ভাঙ্গে তবে ॥ ৭৩

রাগিণী পুরবি। তাল একতালা।

(ভবে সেই সে পরমানন্দ)

উঠ উঠ মন দিন যে গেল।
মোহ নিদ্রায় অভিভূত রবি কত কাল ?

বল দেখি মন চিন্তা করি মনে
জননী জঠরে কি ছিল তোর মনে
ভবে আসা নিবারিবে সযতনে
ধ্যানে ভাবি শ্যামার চরণ কমল ॥

ভবে এসে ভ্রান্ত বিষয় বৈভবে
মত্ত হলি নিত্য কালী নাহি ভেবে।
যাওয়া আসা আর কতবার করিবে
বুঝি তোর মনে তাই লেগেছে ভাল ॥

এখন উপায় আছে রক্ষাকর
কালী পদে মন কররে নির্ভর
কালী নামামৃত পানে কাল হর
সুখে যাবে তোর অনন্ত কাল ॥ ৭৪

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিবেকতত্ত্ব।

রাগিণী মুলতান। তাল একতালা।

(১৩ নং গানের সুর)

বিষয় কি হবে রে মন
কার তরে এত কর প্রাণপণ ?

বল দেখি তুমি কার অন্নদাতা
তাদের কি জগতে নাই রে বিধাতা
কেবা কাহার অভাবে অন্ন খায় না ভবে
তবে এত চিন্তা কি কারণ ?

তুমি, নানা ছলে বলে কত কুকৌশলে
কুতূহলে কর উপার্জ্জন
ভাব তোমার অভাবে পরিজনে খাবে
তাদের দুঃখ হইবে মোচন।

সুখ দুঃখ যদি হ'ত তোমার হাতে
না ফিরিত ধনী সুতে পথে পথে
পেতে কি দেখিতে দরিদ্রের সুতে
হ'তে এ মহীতে রাজন ॥

তুমি, ভাব ভ্রান্ত জ্ঞানে তোমার বিহনে
কোন জনে দেখে পরিজন
তারা, হ'লে নিরাশ্রয় কে হবে আশ্রয়
বৃথা চিন্তা কর অনুক্ষণ

কেহ তোমা বিনে হবে না অনাথ
দীন হীনে দিন দিবেন শ্রীনাথ
তিনি জগতের পিতা সুখ দুঃখদাতা
তাঁর ইচ্ছায় সৃজন পালন ॥

দেখ, এ নিখিল সৃষ্টি বিনা তাঁর দৃষ্টি
এক দণ্ড থাকে কি কখন,
তাঁর দৃষ্টি বহির্ভূত তব দারা সুত
ভেব না, রবে না কখন,

রক্ষাকর এত চিন্তা কর কেন
বিশ্ব-পিতার করে দিয়ে পোষ্য জন
থাক একা বাহাদুর চিন্তা করি দূর
চিন্ত চিন্তামণির চরণ ॥ ৭৫

রাগিণী বিভাস। তাল আড়া।

(প্রাণান্ত হয় প্রাণ কান্ত তোমার বন গমন শুনে)

আর কেন বিলম্ব মন কর মায়া বিসর্জ্জনে।
কেউ কার নয় এ সংসারে বুঝনা কি দেখে শুনে

স্ত্রী পুত্র ধন বৈভবে সেবা কর সুখ ভেয়ে
কালে কিছু নাহি রবে লাভ ইচ্ছ অকারণে ॥

যে দেহের অহঙ্কারে ফের সদা দর্প ক'রে
রবেনা রাখিলে ধ'রে যাবে কালের আবর্ত্তনে ॥

বেশ ভুষা আভরণ যাতে এত প্রিয় জ্ঞান
জান না সে অকারণ প'ড়ে রবে তোমা বিনে ॥ ৭৬

রাগিণী সুরট মল্লার। তাল একতালা।

(২১ নং গানের সুর)

বিষাদ হবে রে তোর সাধের ঘরে।
এ ঘর রবে না দুদিন পরে
যখন নিকট হবে কাল হার হ'বি তাল
যেতে হবে রে তোর ফেলে পাঁথারে ॥

তুমি, ভাবিতেছ প্রিয় মোজা জামা কোট
সোণা রূপা টাকা প্রমিসরি নোট
পরমার্থ জ্ঞান ব্রাণ্ডি সেরি পোর্ট
বোটে স্বর্গ কর মনে,

প'ড়ে রবে তোমার গাড়ী জুড়ী ঘড়ি
হাত ছাড়া হবে আইবরির ছড়ি

সঙ্গে দিবে কেবল হাঁড়ি দড়ী কড়ি
প'ড়ে রবে সে সব শ্মশান পরে ॥

এখন, যে জনারে তুমি ভাব আপনার
প্রাণ তুল্য দেখ পুত্র পরিবার
অন্তিমেতে তাহা কেহ নয় রে কার
আপন টান সকলে টানে,

কেহ তোমা পানে নাহি চাবে ফিরে
নিজে নিজে ব্যাস্ত ধন রত্ন তরে
তখন দেখ্‌বিরে ফাঁকর সকলিত পর
আপন ভেবে সেবা করেছ যারে ॥

যদি সংসারে সার জান রে সঞ্চয়
পুঁজী কর সে ধন যার নাহি ক্ষয়
আহার নিদ্রা ভয় কর পরাজয়
পরম সুখ পাবিরে পরে,

জেনে শুনে কেন রক্ষাকরের মন
পরিণামে নিলে নিগড় বন্ধন
কি হবে এখন করিলে ক্রন্দন
ঘটেছে কর্ম্মের ফেরে ॥ ৭৭

রাগিণী বারোয়াঁ। তাল ঠুংরি।

(কেন মা তোর পাগলিনীর বেশ)

আর কেন বিলম্ব কর মন?
কাল পূর্ণ হ'ল কর যাওয়ার আয়োজন ॥

হীন দন্ত শুক্ল কেশ অস্থি চর্ম্ম অবশেষ
শক্তি হীন দিন দিন শ্রবণ নয়ন ॥

এখন সুখের আশা মিটে না ভোগ পিপাসা
স্ত্রী পুত্রেতে ভালবাসা কেন অকারণ ॥

সাজরে পথের সাজে যে সময়ে যে সাজে সাজে
কাজ নাই আর বাজে কাজে কর শ্রীহরি স্মরণ ॥ ৭৮

রাগিণী পলাস খাম্বাজ। তাল একতালা।

(৪২ নং গানের সুর)

ও তুই, চিন্‌লি না মন কে তোর আপন
বৃথা কাল যাপন কর্‌লি ভবে।

ও তোর, ফুরাইল দিন ক্রমশঃ প্রাচীন
হ'লে, বল বুদ্ধি হীন চিন্‌বি কবে?

ওরে, স্বপনের মত এ সংসারে যত
দেখ দারা সুত সব অকারণ,
হ'লে মোহ নিদ্রা ভঙ্গ সে সুখ প্রসঙ্গ
দেখ্‌বি রে তখনি সাঙ্গ হবে॥

স্থির চিত্তে আত্মতত্ত্ব নিরুপণ,
কর ঘুচে যাবে সংসার স্বপন
হৃদয়ে দেখিবে যত্তনের ধন
যারে, কর অযতন ভিন্ন ভেবে॥

সদা, আমি বল যারে চিন না তাহারে
দেহ টারে মিছে ভাবরে আপন
তুমি, ক'র না সন্দেহ দেহ নয় রে কেহ
রবে, সত্তারূপী 'আমি' দেহ অভাবে॥

রক্ষাকর! তুমি 'আমি' চিননা রে
জীব রূপী আত্মা 'আমি' বল যারে
হ'লে, মায়া মোহ ক্ষয় ঘুচিবে সংশয়
তখন, হবে পরিচয় সখ্য ভাবে॥ ৭৯

———•———

রাগিণী জঙ্গলা। (বাউলের সুর)

(৬৯ নং গানের সুর)

ফের ভাই কথা শুন যাচ্ছ কেন সাধের গৃহস্থালী ফেলে।

ঐ দেখ কেঁদে আকুল হচ্ছে ব্যাকুল
তোমার সাধের ছেলে পেলে।
ঐ দেখ পিতা মাতা তোর বনিতা ভাস্‌ছে সবে নয়ন জলে॥

খাট বিছানা বালাখানা ফেলে যাচ্ছ কেন চ'লে।
কেন তা লওনা সাতে পরের হাতে কি ভরসাতে রেখে গেলে॥

টাকা কড়ি সালের জুড়ী চেন ঘড়িটা কোথা থুলে।
সেটা ত থাক্‌ত সাতে কেন পথে লওনা, দেখ সময় খুলে॥

কারে দিলে জমিদারী দর্প ভারি যার গরবে কত্তে ছিলে।
ফেলে সব চল্লে কোথা ছেড়াকাঁথা সপ বালিশ কে সঙ্গেদিলে॥

এ সংসার ভাই বেদের বাজী সব কারসাজী স্থূলে মূলে!
রক্ষাকর বল্‌ছে ভাল বুঝে চল ঠকে না যে বুঝে চলে॥ ৮০

রাগিণী বিভাস খাম্বাজ। তাল আড় খেমটা।

(৬১ নং গানের সুর)

কার সনে কি সম্বন্ধ তোর বল দেখিরে মন।
এ সংসারে বল যারে দারা পুত্র পরিজন॥

কেবা তোমার পিতা কে তোমার পুত্র দুহিতা
কারে বলরে ভ্রাতা,
মিছে ও সব কুটুম্বিতা প্যাতা আছে মায়ার কারণ॥

কোলে লয়ে পুত্র ধনে কত সুখী হওরে মনে
তার মুখ চুম্বনে,
জান না যে সে পুত্র তোর হ'তে পারে দুঃখের কারণ ॥

যেমন তুমি বাল্য কালে ধূলা খেলা খেলেছিলে
রে পাঁচ ছেলে মিলে,
স্ত্রী পরিবার সঙ্গী খেলার এ সংসার সেই ধূলার মতন ॥

রক্ষাকর কয় সংসারে তোর তুই ভিন্ন তোর নাইরে দোসর
সেটা বুঝা বড় ঘোর,
মায়া মদে হ'য়ে বিভোর সোর কর মাতালের মতন ॥ ৮১

রাগিণী বিভাস খাম্বাজ। তাল আড় খেমটা।

(৬১ নং গানের সুর)

কেন কি জন্য শরীরের এত কররে যতন ?
জান না কি এ শরীরের অবশ্য হবেরে পতন ॥

ভেবে দেখ যৌবন কালে কি ছিলে এখন কি হ'লে
কোথা এসেছ ফেলে,
কেমন ছিলে বাল্যকালে সে কথা কি হয়রে স্মরণ ?

যৌবনের সেই প্রথম চোটে আহ্লাদে মরিতে ফেটে

চুলে তেড়িটী কেটে,
জোর কদমে যেতে হেঁটে (যেন) কেউ হাঁটেনা তোমার মতন॥

আয়না চিরূণ সাবান ব্রাসে দেখ্‌তে শোভা মেজে ঘ'সে
তবু রৈলনা বশে,
কালের সঙ্গে চল্লো খ'সে ক'সে ধল্লে না রয় এখন॥

রক্ষাকর কয় খাওয়া পঁরা তার জন্য নয় শরীর ধরা
চাইরে তত্ত্ব ভেদ করা,
এই জন্মেতেই জন্ম মরা ক'র্‌তে হবেরে নিবারণ॥ ৮২

—০—

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বাৎসল্যতত্ত্ব।

রাগিণী বিভাস। তাল একতালা।

(কোথা ওহে রাম দূর্ব্বাদল শ্যাম)

মায়ের কথা মানি ও বাপ রঘুমণি
বধিয়ে জননী যেও না বনে!

মা কি নয় তোর গুরু ও রাম কল্পতরু
আমি নিষেধ করি মান না কেনে?

কাজ নাই তোমার রাজসিংহাসনে বসা
বাঘিনী সতিনীর পুরুক মনের আশা;
নগরে নগরে সঙ্গে ল'য়ে তোরে
খাব ভিক্ষা ক'রে রব নির্জ্জনে॥

পিতৃ সত্যের তরে যাবি কিরে বনে?
ক্ষান্ত হও বাপ আমার মায়ের নিষেধ শুনে
আমি রে তোর সে পাপ স্নেহে নিবরে বাপ,
মায়ের কি নাই দাবী আপন সন্তানে॥

আমার মত হতভাগী নাই সংসারে
রাম হেন সন্তানে ধরিয়ে উদরে
বধিল সতিনী তীক্ষ্ণ বাক্য শরে
পাপ রাক্ষসী তোরে পাঠায়ে বনে ॥ ৮৩

রাগিণী বিভাস খাম্বাজ। তাল আড়খেমটা।

(৬১ নং গানের সুর)

কোথা যাওরে বাছা নিমাই আমার অঞ্চলের নিধি।
মাতৃহত্যা হবেরে তোর ঘরে না ফেররে যদি ॥

তুইরে আমার হৃদয়ের ধন কেন রে বাপ কিসের কারণ
তুই হ'লিরে এমন,
তোর কৌপীন কেন রে ধারণ কে তোরে দিলে এ বিধি ॥

সোণার অঙ্গে ভস্ম মাখা মায়ের কি তা যায়রে দেখা
আমার কপালের লেখা,
কি জানি এ হতভাগীর কোন্ পাপে বাদ সাধ্‌লে বিধি ॥

তোমারে বাপ পেয়ে কোলে সকল দুঃখ ছিলাম ভুলে
এখন যাও কোথা ফেলে,
তিলে না দেখিলে মরি জন্মেছ বাপ যে অবধি ॥

ননীর পুতুল বিষ্ণুপ্রিয়ে তারে যাও বাপ কারে দিয়ে
তারে বুঝাই কি দিয়ে,
সাধ ক'রে দিয়েছি বিয়ে সে তোর কাছে কি অপরাধী ॥ ৮৪

রাগিণী বিভাস খাম্বাজ। তাল আড়খেমটা।

(৬১ নং গানের সুর)

তোরা ধর গো ধর ন'দেবাসী নিমাই ছেড়ে যায়।
আয় মা তোরা ত্বরা ক'রে ধরি গো মা তোদের পায় ॥

নিমাই আমার দুধের ছেলে সন্ন্যাসী হ'য়ে যায় চ'লে
তোরা ধর গো সকলে,
অন্ধের নড়ি নিমাই আমার ফিরে না জিজ্ঞাসে মায় ॥

কে মোর কপাল পোড়াইল নিমাই কেন এমন হ'ল
কেবা কি গুণ শিখাল,
ডোর কৌপীন কে পরাইল ছাই মাখাল সোণার গায় ॥

ধূলায় প'ড়ে বিষ্ণুপ্রিয়ে মা মোর কাঁদে ব্যাকুল হ'য়ে
তারে দেখ্‌লে না চেয়ে,
যে ফিরাবে ব'লে ক'য়ে এখনি দিব সে যা চায় ॥

নিমাই যদি নাহি ফেরে কি ল'য়ে মা যাব ঘরে
প্রাণ রাখ্‌ব কি ক'রে,
কি কাজ আমার এ সংসারে যাব নিমাই যে পথে যায়॥ ৮৫

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

প্রেম ও প্রেম পরিহাসতত্ত্ব।

রাগিণী লুম ঝিঝিট। তাল মধ্যমান।

(চল প্রভাসে, আর কার আশে)

বল দেখি সই তুলনা ক'রে কুল আর বংশীধরে
নিজ হাতে তুলে তুলে কে লঘু কে গুরু ভারে ॥

তোল দিখি মন তু'লে এক কূলে দেও তুলে কুলে
অন্য কূলে কালায় তুলে তুলে দেখ তুল্য ক'রে ॥

কিম্বা সখি বল মোরে অন্তরে করি অনুমান
কালা কুলের মধ্যে কেবা গৌরবে হবে গরীয়ান
বল দেখি কার কি মূল্য কুল কি কালা কে অমূল্য
অথবা কি তুল্য মূল্য সাকুল্য কও হিসাব ধ'রে ॥

রক্ষাকর কয় একি খেলা খেল ওলো গোয়ালিনী
অকুলের কাণ্ডারী যিনি তারে হাতে পেয়ে ধনি
তার তুলনা কুলের সাতে কর তোমরা কি লজ্জাতে
পেয়ে বুঝি নিজ হাতে তোলো তারে ঘরে ঘরে ॥ ৮৬

রাগিণী পুরবি। তাল আড়া।

(১৪ নং গানের সুর)

দেখে আয় সজনি তোরা কে বাজায় বাঁশী বিপিনে।
মন প্রাণ উচাটন হ'ল কেন বাঁশী শুনে॥

কেন এ বাঁশীর স্বরে রহিতে না পারি ঘরে
বধিতে কি অবলারে বাঁশী পঞ্চশর হানে॥

ব্রজে তো আছে সকলে বাঁশী কেন রাধা বলে
একি কলঙ্ক কপালে শুন্‌তে পেলে গুরু জনে॥

এ যে সই বিষম বাঁশী শুনে হ'ল মন উদাসী
প্রাণ চায় হইতে দাসী বাঁশীধরের শ্রীচরণে॥ ৮৭

রাগিণী লুম ঝিঝিট। তাল মধ্যমান॥

(নং ৪৭ গানের সুর)

এ ঘটে কি ঘটনা ঘটে কপালে কি ঘটে।
কে ঘটালে এ ঘটনা বুঝিবা কলঙ্ক ঘটে॥

বারি কি রয় ছিদ্র ঘটে
পড়িলাম একি সঙ্কটে

যদি তায় অঘটন ঘটে
উভয় সঙ্কট বটে ॥

একে আমি কলঙ্কিনী গোকুলে সকলে বলে
সে যাহউক বাঁচ্‌লে বাঁচি নন্দদুলাল গোপালে।

ডাক্‌লে আমায় সতী ব'লে
বৈদ্য সেটা দিলে ব'লে
ভয়ে ফেলে গেলে চ'লে
হাঁসবে লোকে হাটে ঘাটে ॥

কি করি উপায় বিপদে ভেবে কিছু পাইনে কূল
বুঝি এই বার গেল আমার একূল ওকূল দুকূল।

কুলাও কৃষ্ণ দাসী ব'লে
চল্লো দাসী কৃষ্ণ ব'লে
প্রাণ দিবে যমুনা জলে
জল যদি না রয় হে ঘটে

রক্ষাকর কয় কি পরিচয় দেও পসারি গোয়ালের নারী
তোমরা দুজন এক পরিজন সেটা বুঝেচি সুন্দরি।

তুমি শক্তি সে চৈতন্য
মূলেতে এক স্থূলে ভিন্ন
ছল দেখাও কি জলের জন্য
ধন্য বুদ্ধি তোমার ঘটে ॥ ৮৮

---

(১১)

রাগিণী টোরি ভৈরবি। তাল ঢিমা তেতালা।

(কি রূপে এ রূপ হলি)

এ দেহ রাখি কেমনে? (সই)
সে যদি না করে মনে
ত্যাজিয়ে যমুনায় দেহ করেছি সই মনে
নিবাব মনের আগুণে॥

এ ছার দেহের ভার কেন বয়ে মরি (সখি)
কৃষ্ণ বিনে বৃথা কেন আর যতন করি (সখি)
যদি বল এ শরীরে তোমার কি অধিকার
নাশে যার, শরীর সে বিনে॥

কি কাজ বেশ ভূষণে এখনি ত্যাজিব (সখি)
অগুরু চন্দন অঙ্গে আর না মাখিব (সখি)
কৃষ্ণ বিহারের দেহ ভয় করি তাই মনে
পাপী হই অযতনে॥ ৮৯

রাগিণী সুরট মল্লার। তাল ঢিমে তেতালা।

(নীল বরণ হল নীলমণি)

দেখ না লো সই বাহির হয়ে পথে।
কে যায় ঐ অক্রূরের রথে
এরাই কি এল বৃন্দাবন হ'তে?

কে ইহাদের পিতা মাতা
কোন্ প্রাণে পাঠালে হেথা
নাই বুঝি সন্তানে ব্যাথা
থাক্‌লে কি সই পারে লো পাঠাতে ?

আহা মরি কি মাধুরী দেখ সে এদের রূপে গো
রূপের বালাই লয়ে মরি দেখি নাই এরূপ গো

এ রূপের নমুনা কোথা
কি রূপে পেলে বিধাতা
ধন্য এদের পিতা মাতা
শত ধন্য যে পড়েছে হাতে ॥

কি আশ্চর্য্য বাঁকা নয়ন দেখে হারাই জ্ঞান গো
আঁখি পালটিতে সখি হই যেন অজ্ঞান গো

ইচ্ছা হয় হৃদয়ে রাখি
আঁখি পানে চেয়ে থাকি
কিম্বা দেই সই কুলে ফাঁকি
চলে যাই ইহাদের সাতে সাতে ॥

রত্নাকর কয় ও নাগরী জান না কেটা গো
এরা দু ভাই যশোমতী রোহিণীর বেটা গো

নাম দুটী কৃষ্ণ বলরাম
পূরাতে তাদের মনস্কাম
ছেড়ে এল বৃন্দাবন ধাম
দেখ্‌বি যে দিন কুব্জা বস্‌বে সাতে॥ ৯০

রাগিণী লুম খাম্বাজ। তাল ঠুংরি।

(৬০ নং গানেব সুব)

যারে হৃদয় কন্দরে রাখি আশা না পূরে।
বল, কেমনে বাঁচিব গেলে সে মধুপুরে॥

যার, নিরখি বদন জুড়াইতাম নয়ন
শ্রবণ হইত ব্যাকুল যার বাঁশীর স্বরে॥

যার, পরশ সুখ নিবারিত দুখ
এখন সে হ'লে বিমুখ মুখ দেখাব কারে॥

হবে, মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন
যদি না ফিরাতে পারি ফিরে না যাব ঘরে॥

পুন, হইলে মিলন যেন থাকে লো স্মরণ
দিও, যুগল চরণ দীন রক্ষাকরে॥ ৯১

রাগিণী ঝিঝিট। তাল মধ্যমান।

(৭১ নং গানের সুর)

কে তুমি রূপসি কি হাতে ? চ'লেছ রাজ পথে।
দাও দেখি বিধুমুখী কি আছে লো তোমার সাতে॥

যেতেছ কি রাজ বাটীতে
ও কি লো তোমার বাটিতে
ব'সে কি নিজ বাটীতে
বেঁটেছ কি নিজ হাতে ?

বিদেশ প্রবাসী মোরা মল্ল দুই জন
চলেছি কংসের যজ্ঞে মাঙ্গি লো চন্দন

মোদের আছে ভালবাসা
চন্দন পেলে ভাল ঘষা
পূরাই লো তার মনের আশা
বাসা করি তার বাটীতে॥

রক্ষাকর কয় ও কুবুজা ফিরেছে লো দিন
দীননাথ হয়েছেন সদয় ঘুচেছে দুর্দ্দিন

তোর প্রতি তাঁর আছে লক্ষ্য
চন্দন হ'ল উপলক্ষ্য
কষ্ণ এখন তোর সপক্ষ
চল্লি কৃষ্ণপক্ষ হ'তে॥ ৯২

রাগিণী ঝুম। তাল মধ্যমান।

(৭২ নং গানের সুর)

ও মুখ তুলনা প্রেয়সি কে দিল পঙ্কজ সনে
মধুর মর্য্যাদা প্রিয়ে ভৃঙ্গ বৈ কি ভেকে জানে ?

দিনে পদ্ম বিকসিত নিশিতে রহে মুদ্রিত
দিবারাত্র প্রফুল্লিত মুদ্রিত নাই ও বদনে ॥

হিম শিশিরে পদ্মিনী না সম্ভাষে দিনমণি
ষড় ঋতু তুল্য ধনি ও মুখ সুখ-সম্ভাষণে ॥ ৯৩

রাগিণী খট ভৈরবি। তাল একতালা।

(২৯ নং গানের সুর)

মন আর রয় না সই কেমন ক'রে রই
আমি এ ছার সংসার বাসে ?
যে দিন দেখ্‌লাম পীতবাসে সেই হ'তে ভাসে
মন আমার রূপ সাগরে তার,
এখন জ্ঞান হয় আমি আর আমার নই ॥

যে দিন হ'তে আমি দেখেছি সে রূপ
আপনা পাসরি স্মরি সেই রূপ

সদা ইচ্ছা করে না হেরি আর কারে
অন্তরে বাহিরে তাঁরে বৈ॥

গৃহকর্ম্মে যদি করি মনযোগ
মন যেয়ে হয় তাঁর শ্রীচরণে যোগ
মুদিলে দুই আঁখি হৃদে তাঁরে দেখি
আমার, ইচ্ছা করে সখি আঁখি মুদে রই॥

নিশিতে ঘুমাতে দেখি তায় স্বপনে
এসে যেন আমার খেলা করে মনে
আবেশে শিহরি যেন তারে ধরি
অমনি, নিদ্রা পরিহরি চেতন হই॥ ৯৪

রাগিণী ঝিঝিট। তাল আড়া।

(৩ নং গানের সুর)

প্রাণ বাঁচিবে কেমনে।
মন যারে সদা চাহে তার অদর্শনে॥

যারে না হেরিলে সখি
নিরন্তর ঝরে আঁখি
পলকে প্রলয় দেখি
নিশি জ্ঞান দিনে॥

নাহি রুচে অন্ন জল
ভেবে অঙ্গ ক্ষীণ বল
অবলম্ব ধরাতল
অঞ্চল শয়নে ॥

মনে করি ভুলে থাকি
মন তা মানে না সখি
সেরূপ হৃদয়ে দেখি
শয়নে স্বপনে ॥ ৯৫

রাগিণী দেওগিার । তাল তেওট।

(কেন লো ধনি শাই ধ্বনি)

আন তরণী যাই পারে।
বিকি কিনির সময় গেল থাক্‌তে এ পারে ॥

হ'ল কত বেলা তুমি কর খেলা
এত ভাল জ্বালা বলি বা কারে ॥

লাগাও লাগাও কূলে উঠি সকলে
রাখি হে পসারা ধ'রে লও তুলে।
একি একি একি। এ কেমন চালাকি
তরি ভাসাও দেখি ছুঁলে রাধারে ॥

ওহে নবীন নেয়ে পার কর ভাল
বেছে বেছে মানুষ দেখে মুখ চিনে তোল।
আমরা কি যাই ধারে কোন দিন হে পারে
চিনিলে রাধারে কেবল, সেই কি ধার ধারে?

ধন্য লো গোপিনী ধন্য এ গোকুল
শত ধন্য তোদের প্রেমে হরি যায় ব্যাকুল।
বেঁধেছ তায় প্রেম ডোরে বাঁধে যেমন গরু চোরে
তোমরা তেম্নি ননী চোরে ফেলেছ ধ'রে ॥ ৯৬

রাগিণী লুম। তাল আড়খেমটা।

(কেমন ক'রে কোমল করে ধরবি লো তুই নিমের সোটা)

মনের কথা বল্লে লো সই লোকে পাগল বলে তারে।
তোমারে না বলে সখি সে দুখ আর ব'ল্‌ব কারে ॥

ইচ্ছা হয় তাহারে লয়ে নির্জ্জনে রই বনে যেয়ে
কিম্বা দেশান্তরী হ'য়ে যাই সখি যমুনা পারে ॥

কখন সই করি মনে হৃদে রাখি সে রতনে
ক্ষুধা নিবাই সুধা পানে যেমন লো সই চাঁদ চকোরে

কিম্বা সই হংসিনী হ'য়ে রসরাজে সঙ্গে লয়ে
উজান ভাটি বেড়াই ব'য়ে ভাসি প্রেম সরোবরে ॥ ৯৭

রাগিণী বিভাস। তাল ঝাঁপতাল।

(২ নং গানের সুর)

এই মিনতি রাখ হে নাথ আমাকে লও সঙ্গে করি।
নতুবা ত্যজিব প্রাণ, যদি যাও হে ত্যাজ্য করি ॥

জীবন বিহনে যদি শফরী জীবন ধরে
না বাঁচিবে তব সীতা রাম বিনা অযোধ্যাপুরে।
ছায়া কি রয় কায়া ছাড়া করিণী কি ছাড়ে করী ॥

তুমি যে দিন হরধনুর্ভঙ্গ করে ছিলে হে শ্যাম অঙ্গ
সেই দিন হ'তে অৰ্দ্ধ অঙ্গ শ্রী অঙ্গের আমি,
পিতৃসত্য হবে ভঙ্গ সঙ্গ ছাড়া হ'লে দাসী
অৰ্দ্ধ অঙ্গ গৃহেরাখি অৰ্দ্ধ অঙ্গে বনবাসী
হাঁসিবে জগত যদি দাসীরে যাও পরিহরি ॥

আমি শুনেছি শ্রী মুখের বাণী দাসী গজেন্দ্র গামিনী
কুরঙ্গ নয়না পূর্ণ ইন্দু নিভাননী,
যাত্রা কালে এ সকলে দেখিলে সুযাত্রা ঘটে
শুনেছি তুলনা মম পয়োধরে পূর্ণ ঘটে
অগ্রে অগ্রে যাব আমি মঙ্গল-ঘট বেশ ধরি ॥

কিরূপ ধরেছ হে আর্য্য সুত রাজ বেশ কোথা অচ্যুত

আজ্ঞা কর শীঘ্র করি রাজ্ঞী ভূষা ত্যাজ্য করি
বাকলে অঙ্গ সম্বরি কেশ পাশে জটা ধরি ॥ ৯৮

রাগিণী লুম । তাল মধ্যমান ।

(৭২ নং গানের সুর)

বিরহে এত যে যাতনা আগে সই জানি কেমনে ॥
যে চরে সুখ সাগরে সে কি মরুভূমি চিনে ॥

না পেলে রোগ নিমিত্ত জানি কিসে বাত কি পিত্ত
মূল পীড়ার না পেলে তথ্য পথ্যাপথ্য কি সে জানে ॥

জলে যে কণ্টক থাকে আগে তারে কেবা দেখে
বুঝিতে কি পারে তাকে বিদ্ধ না হ'লে চরণে ॥

রত্নাকর কয় ও রসিকে বলে এমনি অরসিকে
বিরহ যদি না থাকে কি সুখ চির মিলনে । ৯৯

রাগিণী দেওগিরি । তাল তেওট ।

(৯৬ নং গানের সুর)

কে যোগীবর কি ভিক্ষা কর ?
দেও পরিচয়
কি জন্যে যোগীবেশ ধারণ কর ?

তোমার কোথায় বা আসন বল
কোন্ তীর্থে মুড়্‌লে চুল
দণ্ড কমণ্ডলু,
(ল'লে) দণ্ড কমণ্ডলু,
তোমার কোন গুরু ধরালে বাঘাম্বর ?

তুমি হও বা কোন সম্প্রদায়
বল হে কিসের দায়
কে দিল বিদায়
কিম্বা প্রেমের দায় দায়ে প'ড়ে দণ্ড ধর ?

মোদের রাধা হন যোগেশ্বরী
আমরা তার সহচরী।
যোগী চিন্তে পারি,
চোখ দেখে, যোগ চিন্তে পারি।
যদি মান বাঁচাও স্বস্থানে প্রস্থান কর ॥ ১০০

রাগিণী দেশ। তাল ঝাঁপতাল।

(শিবে সংপ্রতি গো)

ধন্য তুমি হে চন্দ্রমা !
বিশ্ব জন মন হর হে তুমি সংসারে
এক মাত্র বিরহিণী বিষনেত্রে হেরে তোমা ॥

হরে রূপেতে মুগ্ধ ভালে অর্দ্ধ ধরে হর।
হে শশধর!
তব, অর্দ্ধ ভাগ সমাদরে শঙ্করী কপালে প'রে
হরে মন হরের শ্যামা॥

তব তুলনা জগতে মুখ-পদ্মে কামিনীর
হে দ্বিজবর!
বুঝি সাধিতে সে মনবাদ বিরহিণী জনে বধ
হ'তে সাধ নিরুপমা॥

তুমি ষোড়শ কলাতে পূর্ণ স্নিগ্ধ রশ্মি ধর
হে সুধাকর!
তব প্রেমে শিশু মাতৃ কোলে ধরিতে হে কর তোলে
আধ বোলে বলে হে দে মা॥ ১০২

রাগিণী বিভাস খাম্বাজ। তাল আড়খেমটা।

(৬১ নং গানের সুর)

ও তুই থাক্ থাক্ লো গাঙ্গি তোরে অনেক দিন জানি।
পতির শিরে থাক ব'লে নাম বুঝি পতিত পাবনী?

ছোটর স্বভাব এমনি বটে পায় থেকে সে মাথায় উঠে
গলায় দড়ি না জোটে,
নাচ পতির মাথায় উঠে আহ্লাদে ভ্রব আপনি॥

নিচের ধর্ম্ম নিচগামী তারা কেন মানবে স্বামী
তা জানি লো আমি,
নিচের বাথান শিবের শিরে সাপ, চাঁদা, তুই সুরধনী॥

শিব যেন তোর ঝাঁকা মুটে বয়ে বেড়ায় লয়ে জটে
দেখে দুঃখে বুক ফাটে,
শিব যেন খায় ভাং ধুতুরা তুই কি তাই খা'স তরঙ্গিণী॥ ১০২

রাগিণী বিভাস খাম্বাজ। তাল আড়খেমটা।

(৬১ নং গানের সুর)

তোমার রঙ্গ ভঙ্গ দেখে দিদি বাক্য না সরে।
কোন সময় কোন মূর্ত্তি ধর অপার কীর্ত্তি ত্রিসংসারে॥

পতিতপাবন করি বলে পতিত পাবনী বলে
শুনে মরলো জ্বলে,
উলাঙ্গিনী নামটী বুঝি তিন কুলের মুখ উজ্জ্বল করে?

শিব আমারে রাখে জটে অপ যশের কথা বটে
সেটা রৈল না পেটে,
তুমি যে তার বুকে উঠে কোন্ লাজে রও দিগম্বরে?

তোমার জ্বালায় জ্বলে জ্বলে বিষ খেল শিব মরবে ব'লে
বাঁচে মরণ নাই ব'লে
ঘর ছেড়ে রয় শ্মশান বাসে ভয়ে কাঁপে তোমার ডরে॥ ১০৩

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আগমনিতত্ত্ব।

রাগিণী ললিত বিভাস। তাল আড়া।

(৪ নং গানের সুর)

কেন মা এত বিলম্বে লম্বোদর প্রসবিনী
মনে কি ছিলনা উমা এ দুখিনী জননী ?

মেয়ে মায়ের প্রাণ সমা তাকি মা জাননা উমা
এত দিন মা বাঁচে কি মা না হেরে প্রাণ নন্দিনী॥

কল্পারম্ভ নবমীতে দিন গণি মা সেই দিন হ'তে
বৎসর যায় যেন এক দিনেতে চেয়ে রই পথে,
যেবার সিংহে মলমাস সেই বার আমার ঊর্দ্ধশ্বাস
ভানু হ'লে তুলায় প্রকাশ তবে দেখি মুখ খানি ॥

শুনেছি মা ভব দারা মেয়ে পায় মায়ের ধারা
আমার ভাগ্যে তুমি তারা না দেখি তেমন,
পেয়েছ মা পিতৃ গুণ কিছুমাত্র নহ ন্যূন
বরং মা হয়েছ দ্বিগুণ পাষাণের মেয়ে পাষাণী ॥

রক্ষাকর কয় কথা মন্দ মেয়ের জন্মে হলো সন্দ
ধর্ম্ম জানেন ভাল মন্দ আমরা তোমার মেয়ে জানি ॥ ১০৪

রাগিণী আলিয়া। তাল আড়া।

(৩৪ নং গানের সুর)

কে আলি আমার উমা আয় করি কোলে।
মায়ের প্রাণ কেমনে বাঁচে এত দিন মা না দেখিলে ॥

বিধু মুখে মা মা বল তাপিত প্রাণ করি শীতল
পথে কি খেয়েছ বল ভাল তো মা ছেলে পেলে ॥

কৈ মা কার্ত্তিক গণপতি কোথা লক্ষ্মী সরস্বতী
বল শীঘ্র হৈমবতী কৈলাসে কি রেখে এলে ॥

কি শুভ দিন গিরি রাজার গিরিপুরে চাঁদের বাজার
ত্বরা ক'রে আসি আমার প্রতিবাসিগণে ব'লে ॥ ১০৫

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অবস্থিতিতত্ত্ব।

রাগিণী বিভাষ। তাল ঝাঁপতাল।

(২ নং গানের সুর)

দেখ দেখি গিরি একবার আমার উমার পানে চেয়ে।
বল দেখি দেখেচ কি কার ঘরে এমন মেয়ে॥

কত না বলেচ তুমি আমারে ব্যাকুলা দেখি
হয় কি না হয় প্রাণ ব্যাকুল এখন একবার দেখ দেখি
বুঝিবে আমার দুখ দেখ উমার মুখচেয়ে॥

মরি, কিবা উমার মুখ শোভা কোটী চন্দ্র জিনি আভা
মৃদু হাঁসি ক্ষণ প্রভা বিম্বৌষ্ঠাধরে,
রূপের নমুনা খানি দিয়েছেন মা কাত্যায়নী
মঙ্গলে রাখুন ভবানী আমার মেয়ে জামায়ে॥

আমি, কি ক'রে পাসরি বল উমা আমার বুদ্ধি বল
জীবন সম্বল আমার হৃদয়ের মণি,
উমা যখন মা মা ব'লে ধরে আমার অঞ্চলে
সে রূপ কি রূপে ভুলে থাকি হে জননী হ'য়ে॥ ১০৬

রাগিণী খাম্বাজ। তাল একতালা।

(২৩ নং গানের সুর)

ও দুটা তোর কে শঙ্করী
ওরা বেগার না করে চাকুরী ?

মাসে ওদের কেটা কত বেতন পায়
ঘরে খায় কি ওরা নিজে রেন্ধে খায়
বাড়ী বা কোথায় বুঝি না কথায়
তেরি মেরি কয় আতঙ্কে মরি ॥

ও মানুষ টার উমা অমন কেন মুখ
আমায় কেন ওবা করে মা কৌতুক
হাতে কেন শূল করে হুল স্থূল
বুঝিবা সমূল যায় উৎপাটন করি ॥

আর একটার গায়ে ভেড়ার মত লোম
দেখ্‌তে যেন ওটা গোটা জীয়ঁত যম
গায়ে মাখি ছাই তোরে বলে মাই
দিলে কি জামাই তোর প্রহরী ?

কার্ত্তিকে গণেশে বড় বালবাসে
আমায় দেখে কেন খল খল হাঁসে

মরিমা তরাসে পাছে ওরা এসে
আমায় ধরে বসে সেই ভয়ে মরি ॥ ১০৭

রাগিণী ললিত বিভাস। তাল আড়া।

(৪ নং গাঁনের সুর)

একি শুনি ত্রিনয়নী তুমি না কি রণ কর।
শুনে ভয়ে কেঁপে মরি লাজে মরে গিরিবর॥

রাজ বালা সুরূপসী তাহে বয়সে ষোড়শী
কি লাজে সমরে পশি অসি চর্ম্ম তুমি ধর॥

অপাত্রে করেছি দান নাহি তার মানাপমান
পুরীষে চন্দনে সমান জ্ঞান যে তাহার,
স্ত্রী পুত্রে কি খায় পরে এ চিন্তা সে নাহি করে
পেটের জ্বালায় কে কি করে দেখেনা সে মহেশ্বর॥

বৃথা তার নিন্দা করা আমারি মেয়ে প্রখরা
তারায় ল'য়ে ঘর করা কি সাধ্য তাহার,
নাহি লজ্জা ভয় লেশ মেয়ে হ'য়ে রণ বেশ
ভয়ে বাড়ী ছেড়ে মহেশ শ্মশান করেছে সার॥

নাই মা তোমার জমাজাতী টাকাকড়ি তেজারতী
হাতী ঘোড়া রথ রথী ভিক্ষাতে নির্ভর,
কি জন্যে কাহার সনে দ্বন্দ্ব কর বরাণনে
দ্বিজ রক্ষাকর ভণে তোমার মেয়ের ত্রিসংসার ॥ ১০৮

রাগিণী বিভাস খাম্বাজ। তাল আড়খেমটা।

(৬১ নং গানের সুর)

আমি লজ্জা ভয়ে থাক্‌লে ব'সে মা দিন কিসে চলে।
তিল তণ্ডুল নাই যে ঘরে দিয়েছ এমন অচলে ॥

দুটী ছেলে দুটী মেয়ে তারা বা বাঁচে কি খেয়ে
রয় পরের মুখ চেয়ে,
যে ডাকে মা তার কাছে যাই তাই করি মা সে যা বলে ॥

কর্ত্তাটী নিতান্ত অচল নাই মা তার কোন বুদ্ধি বল
আমি সংসারের সম্বল,
সাধে কি তোর মেয়ে চঞ্চল_অচল হয়
তার কর্ম্মে যোগ না দিলে ॥

নাই আমাদের সম্ভাবনা এ কথায় না হয় গঞ্জনা
তাত ত্রিলোকের জানা;
সে জন্যে নই লজ্জাহীনা যাই না আমায় না ডাকিলে ॥

ষোড়শী তায় রাজ বালা তাতে কি মা পেলে ছলা
আমার হয় না মা বলা,
লজ্জা বুঝি নাই তোমাদের
আমরা দ্বারে দ্বারে সেঙ্গে খেলে ॥ ১০৯

রাগিণী বিভাষ খাম্বাজ। তাল আড়খেমটা।

(৬১ নং গানের সুর)

কোন স্কুলে পড়ে মা তোর যুগল কুমার ?
কৈলাসে কি কলেজ আছে ছেলে পেলে পড়াবার ?

কার্ত্তিক পড়ে কোন্ ক্লাসে কোন্ ভাষা পড়াও গণেশে
শিবের গুণ না পায় শেষে,
কেবা পড়ায় ঘরে ব'সে কে উহাদের প্রাইভেট টিচর ?

ম্যাথামেটিক কেমন জানে কোন্ হিষ্টরি পড়ে কোন্ জনে
লেকচর কিসের বা শুনে
বোটানী কেমিষ্ট্রী ভাল কে জানে লিটারেচার ?

ফিলজফিতে কে ভাল, পড়েছে কি স্পেন্সর মিল
ওদের হেড কেমন বল
এষ্ট্রোনমি ফিজিওলজি কোন্টায় ভাল কার অধিকার ? ১১০

রাগিণী বিভাষ খাম্বাজ। তাল আড়খেমটা।

(৬১ নং গানের সুর)

আপনার নফর দুটী যোগ্য ভাল আপনার কৃপাতে।
সকল বিদ্যায় পারদর্শী খড়ি না ধরিতে হাতে ॥

গণেশ পড়ে বেদ বেদান্ত ওটি আমার বড় শান্ত
তার গুণের নাই অন্ত,
কুমার আমার ধনুর্ব্বেদে অদ্বিতীয় ত্রিজগতে ॥

শিব উহাদের শিক্ষাদাতা তাঁর তুল্য আর গুরু কোথা
তিনি বিশ্ব বিধাতা,
ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ শুনে সর্ব্বশাস্ত্র আছে তাতে ॥

বেদব্যাসের বিরচিত সে বই কি দেখেন নাই পিত
নাম মহাভারত,
ত্রিজগতে সুবিখ্যাত লেখা আমার গণার হাতে ॥ ১১১

রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল মধ্যমান।

(৭১ নং গানের সুর)

ধন্য তুমি ও গিরি রাণি!
তোমারে মা ব'লে ডাকে যিনি জগত জননী ॥

তুমি অন্ন দিচ্ছ যারে
অন্নদা সে ত্রিসংসারে
অবতীর্ণা তব ঘরে
স্বয়ং অন্নপূর্ণা যিনি ॥

ব্রহ্মাদি যার না পায় অন্ত শুন গো রাণি!
ধ্যানে ধেয়ায় উমাকান্ত তব নান্দনী
যিনি ব্যাপ্ত চরাচরে
তুমি তায় রেখেছ ঘরে
দণ্ডবত তোমার উদরে
ধরে ব্রহ্মাণ্ড ধারিণী ॥

শক্তি বলে মহাশক্তি করি আকর্ষণ
কন্যারূপে তুমি তাঁরে ক'রেছ গ্রহণ
রক্ষাকর এ দেখে হাঁসে
মহামায়া মায়া পাশে
আবদ্ধ তোমার আবাসে
লোট বট গিরির গৃহিণী ॥ ১১২

রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল মধ্যমান।

(৭১ নং গানের সুর)

লও জননী দীনের এই ভোগ, করেছি উদ্যোগ।
সকলিত তোমার শ্যামা আমার মা কেবল যোগাযোগ ॥

তুমি জীবের যোগাও অন্ন
তোমায় খেতে বলি অন্ন
যেন মা ভেব না ভিন্ন
দীনের বাক্যে হ'ক মনোযোগ ॥

এ ভোগ নয় মা তোমার যোগ্য কেবল কষ্ট ভোগ
অঙ্গহীন হয়েছে ভোগে নাই মা ভক্তিযোগ।

ভক্তি মূল উপকরণে
সে ভোগ কি হয় ভক্তি বিনে
ভোগ দিলাম যে ভাবি মনে
ভুগিতে নিজ কর্ম্ম ভোগ ॥

কেমন পাক হয়েছে উমা বল গো শুনি
তুমি কর ব্রহ্মাণ্ডের পাক, পাকের কি জানি।

তবে যে পাকে প্রকারে
জিজ্ঞাসি মা পাক তোমারে
বিপাক ঘুচাও রক্ষাকরে
পাক কর মা তার ভোগাভোগ ॥ ১১৩

নবম পরিচ্ছেদ।

বিজয়াতত্ত্ব।

রাগিণী লুম ঝিঝিট। তাল একতালা।

(ভয়ে আকুল বসুদেব হেরি অকূল যমুনা)

এমন নিদারুণ কথা মা তুই বল্লি কেমনে ?
না শুখাতে আঁখির জল কোন প্রাণে মা বল
বিদায় দেই মা তোরে মা হ'য়ে কেমনে ॥

না আসিতে যদি সেও ত ছিল ভাল
আশা-পথ চেয়ে কাটাইতাম কাল
এখন এ কি বল ?
বল মা চেয়ে কার মুখ পাসরি এ দুখ
ফেটে যায় বুক তোর 'যাই' কথা শুনে ॥

এক মাত্র মেয়ে মা তুমি আমার
মা বলে আমারে কে আছে মা আর
এ পুরী হয় আঁধার,
একবার আয় মা আমার কোলে আধ আধ বোলে
ডাক মা মা বলে রাখ মা প্রাণে ॥

রক্ষাকর বলে ধন্য তুমি রাণী
মা বলে তোমারে জগত জননী
কি মধুর সে বাণী,
দেখ, তোমার অঞ্চল ধ'রে পাছে পাছে ফেরে
ধ্যানে না পায় যারে ত্রিশূল পাণি ॥ ১১৪

—•—

রাগিণী পলাশ খাম্বাজ। তাল একতালা।

(৪২ নং গানের সুর)

আমার প্রাণ প্রতিমা
হৃদয়ের ধন উমা
বিদায় দিয়েরব কি ল'য়ে ঘরে ॥
ওহে গিরি হে আমায় ধর অঙ্গ অবশ হ'ল হে

আমার নয়নের তারা
একটি মেয়ে তারা
তারে হ'লে হারা বাঁচি কি ক'রে ॥

আমি তিলে শতবার
দেখি হে আঁধার
উমা যায় আমার যখন হয়, মনে।
ওহে গিরি হে আমার নয়ন আঁধার হ'য়ে এল হে

হ'ল অঙ্গহীন বল
পরাণ চঞ্চল
আমি বস্‌লে উঠ্‌তে নারি রই ধরা ধ'রে ॥

বল কি ক'রে পাসরি
এত শোভা যার
চাঁদের বাজার আমার উমার পরিবার
ওহে গিরি হে আমার পাষাণ হৃদয় ফেটে গেল হে
আমি কেমনে বা ভুলি
মা মা মধুর বুলি
দিবা রাত্রি সে রব জাগে অন্তরে ॥ ১১৫

—o—

দশম পরিচ্ছেদ।

সংকীর্ত্তনতত্ত্ব।

শ্রীহরি-সংকীর্ত্তন।

রাগিণী জঙ্গলা। তাল একতালা।

এসে হৃদয় মাঝে হও হে উদয় শ্রীরাধারমণ।
দেখাও দেখি কমল আঁখি শ্রী রূপটি কেমন॥
তুমি যে রূপে ভুলায়েছিলে ব্রজে নন্দ যশোমতীর মন॥

ও কোন্ রূপে গো-চারণ লয়ে ব্রজ রাখালগণ
কোন্ রূপে ধ'রেছ হরি গিরি গোবর্দ্ধন
তোমার কোন্ রূপে গোপিনী ভুলে
ও কোন্ রূপে হরিলে বসন॥

ছিল কোন রূপে সাধা তোমার শ্রীমতী রাধা
বাধা নিলে কোন রূপে হে শ্রীমধুসূদন
তোমার কোন রূপ দেখে কুঞ্জ বনে হ'ল শ্রীরাধা মানে মগন॥

কোন রূপে হ'ল রাস বল দেখি শ্রীনিবাস
কোন রূপে চৌদোলে দোলে কোন রূপে ঝুলন
তোমার কোন রূপ দেখে কও হে হরি
শ্রীযমুনা বহিল উজন॥

তোমার কোন রূপে মগন সনকাদি ঋষিগণ
কোন রূপে ধ্রুব প্রহ্লাদে করিলে তারণ
তোমার কোন রূপ জ'পে শ্মশানবাসী
হ'ল কাশী ছেড়ে পঞ্চানন॥

তুমি রূপী কি গুণী বল কেমনে জানি
বেদ পুরাণে যেমন বলে সেই রূপেই মানি
দেখাও রক্ষাকরে সেই রূপ হরি
যে রূপেতে ভুলাও ভক্তগণ॥ ১১৬

রাগিণী পলাশ খাম্বাজ। তাল একতালা।

ওরে নগরবাসী হরির নামটী সদা জপ অন্তরে।
দেখ হরি ভিন্ন সার পদার্থ নাই আর অসার সংসারে॥

হরি নাম অমূল্য ধন হরি বল অনুক্ষণ
যেন ভুলনা কখন,
হরি বিনে শমন দমন কোন্ কালে কে কর্ত্তে পারে॥

হরি এ জগতের সার হরি ব'লে দেওরে সাঁতার
যদি যাবি ভবের পার,
হরি ছাড়া গতি নাই আর পাপী তাপী উদ্ধারে॥

হরি বল্লে মনের আন্ধার ঘুচে
বল হরি ফিরে ফিরে॥ ১১৭

রাগিণী জঙ্গলা। তাল, তালফেরতা, একতালা ও

দশকুশী ও লোফা।

(মনোহরসাহী কীর্ত্তনের সুর)

ও মা কালী কাল ভয় নাশিনী
রাখ এবার কালের করে।

যদি তোমার কিঙ্করে কালে গ্রাস করে
শরণ লবে না লবে না
মা রাখ মা রাখ বলে
তবে কে নিস্তারে তারে এ ভব সংসারে ॥

কালী নামের ধ্বনি যেখানেতে হয়
সেখানে না রয় কৃতান্তের ভয়।
এটা বেদ আগমে শুনেছি মা,
তুমি না বল্লে তা মান্‌ব কেনে,
এত ত্রিলোকেতে সবাই বলে,
এত ছাপা থাকার কথা নয় মা,
আমরা সাধে কি তোমারে ডাকি,
ডাকার আরত কত জনা আছে,
আমরা কৃতান্তের ভয়ে পদানত হয়ে
ডাকি গো অভয়ে প'ড়ে দুস্তরে ॥

কালী নাম সুধাপানে কালে জয়ী দেবগণে
সে কারণে বিপদ নাশিনী
সবে তোমায় বলে মা,
(তুমি) ডাকিলে বিপদ নাশ বলেঁ।
হবে অপযশ ভারি ও দক্ষ কুমারী
এবার না করিলে রক্ষা এ রক্ষাকরে ॥ ১১৮

রাগিণী জঙ্গলা। তাল একতালা।

তোরা দেখ্‌সে আয় ন'দে বাসি ত্বরায় বাহিরে।
হরি বল ব'লে কে যায় ন'দের বাজারে॥

ঐ দেখ হরি ব'লে ঢ'লে পড়ে হরির প্রেম আনন্দ ভরে।

চ'খে বয় প্রেম-বারি
বলছে কোথা হে হরি
কৃপা কর কৃপাসিন্ধু ভবের কাণ্ডারি
তুমি অধম তারণ নাম ধ'রেছ হরি অধমে কৃপা ক'রে ॥

এরা কোথাকার কি লোক
ন'দে বানালে গোলক
হরি ব'লে নাচে সঙ্গে স্ত্রীলোক আর বালক
এরা জা'ৎ মানেনা কুল মানেনা
হরি বল্লে তার গলা ধ'রে ॥ ১১৯

রাগিণী জয় জয়ন্তী। তাল একতালা।

প্রাণ ভ'রে একবার হরি হরি বল ভাই।
এস হরি নামের সুধা ঢেলে নগর ভাসাই॥

সবে বাহু তু'লে হরি বল
বলরে সবাই মিলে,
বলরে সমস্বরে,
বলরে বদন ভ'রে,
এস নেচে হরির গুণ গাই॥

ও যে চণ্ডালোপি দ্বিজাৎ শ্রেষ্ঠ, যদি হরি ভজে হে
ও পুরাণের লেখা শুনতে পাই॥

দেখ হরির নামটী মহামন্ত্র সকল জেতের তরে হে
তাতে জা'ত অ'জাতের বিচার নাই॥ ১২৽

একাদশ পরিচ্ছেদ।

বিবিধতত্ত্ব।

রাগিণী বিভাষ। তাল ঝাঁপতাল।

(২ নং গানের সুর)

এস মা সুরুচি গাভী একবার এসে দাঁড়াও কাছে
অদিতি তব নন্দিনী তে ত মা কুশলে আছে ?

গোকুলে গোবিন্দ মা গো চরাইত তোমায় লয়ে
কি বুঝিব তব তত্ত্ব অধম মনুষ্য হ'য়ে
তুমি মা বিশ্ব জননী পুরাণে প্রকাশ আছে ॥

(মাগো) অন্ন জীবের মূলাধার পর্জ্জন্যে উৎপত্তি তার
পর্জ্জন্য উদ্ভব যজ্ঞে শ্রুতিতে প্রচার,
যজ্ঞ না হয় হবি বিনে সে হবি তোমার স্তনে
পরম্পরা সে কারণে তোমাতে সৃষ্টি র'য়েছে ॥

(মাগো) তুলনা তোর দিব কিসে শ্রী তোমার মূত্র পুরীষে
সদা বাস করেন হরিষে আজ্ঞাতে তোমার,
যে বাসে নাই গো-ময় ছড়া তারে বলে লক্ষ্মী ছাড়া
অলক্ষ্মী হয় পাড়া ছাড়া যে গৃহে তোর পূজা আছে ॥

(মাগো) পঞ্চামৃত পঞ্চগব্য কি অপূর্ব্ব দেব সেব্য
পিতৃগণের হব্য কব্য মা তোমা হ'তে,
অন্তিমে তোর পুচ্ছ ধরি তপ্তা বৈতরণী তরি
প্রেতত্ব বিমুক্ত কারী তব বৃষভ হ'য়েছে ॥ ১২১

রাগিণী লুম খাম্বাজ। তাল ঠুংরি।

(৬০ নং গানের সুর)

জাগ জাগ ভারতবাসী আর্য্য কুল।
দেখ বিদেশী বণিক আসি ভাগ্য নিল ॥

ধিক আর্য্য কুলে র'লে বীর্য্য ভুলে
দিলে ম্লেচ্ছ কুলে জাতি মান কুল ॥

দিয়ে জলাঞ্জলী ব্যাস পাতঞ্জলি
হ'য়ে কুতূহলী পড় কোম্মৎ মিল ॥

পদ পাবার আশে গিয়ে ম্লেচ্ছ দেশে
ভুলি নিজ দেশে শেষে ম্লেচ্ছে মিল ॥

কি ছিলে কি হ'লে গেলে অধঃস্থলে
যেতে রসাতলে কর্ত্তে বাঁকি বল ॥

যারা ধর্ম্ম ব'লে বলী ভূমণ্ডলে
কথা মনে হ'লে আসে চক্ষে জল ॥ ১২২.

রাগিণী লুম খাম্বাজ। তাল খেমটা।

(৬ নং গানের সুর)

নমস্কার করি তোমায় দোক্তাপাত।
কলিতে সবছে বড় তোমার হাত ॥

গুড়ুক, গুঁড়, সুরতি, চুরট, পান পাতা, নস্য অবতার
ছয় রূপে হয়েছ প্রচার।

তোমার অধিকার অস্বীকার করে হেন সাধ্য কার
তুমি জগজ্জনের পরম পূজ্য ষড়রূপী জগন্নাথ ॥

পাদ্য অর্ঘ্য সমাদরে সে কালে ছিল ব্যবহার
এখন আর চিহ্ন নাই তাহার।

গুড়ুক তাড়ালে তারে মিসি মরমে ম'রে
যুবতীর ওষ্ঠাধরে, গুঁড়রে দিলে অধিকার

দেয় ছুঁড়ী বুড়ী হামাগুঁড়ি থাক্ বা না থাক্ মুখে দাঁত ॥

হরিতকীর নাই স্ফূর্ত্তি এখন সুর্ত্তি তার যাগায়
চুরটের বাহার কেবা পায়!

একচেটে বাবু দলে তারা যখন রেলে চলে
চুরট একটী দিয়ে গালে চৌদিকে তাকায়।

দাঁড়ায় চসমা চোখে ঘড়ি বুকে পকেটেতে দিয়ে হাত ॥

পানপাতা হয় প্রাণের অধিক হ'লে তায় চূণে পানে যোগ
এর বাড়া নাই যে কর্ম্ম ভোগ।

লঙ্গ গুজরটী ফেলে পানপাতা দিলে গালে
তায় যদি গুঁড় মিলে ভুলে পুত্র শোক।

আছেন নস্য ভায়া চন্দ্র বিন্দু অনুস্বরে করে মাৎ ॥ ১২৩

রাগিণী লুম খাম্বাজ। তাল খেমটা।

(৮ নং গানের সুর)

ভুঁই কম্পে হ'ল একি সর্ব্বনাশ।
১২৯২ নব্বইর আষাঢ় মাস ॥

একত্রিশে সকাল বেলা প্রথম রথের দিন
বৃষ্টি হতেছে মিন্ মিন্.
এমন সময় উল্টা পাল্টা কল্লো ছাঁড়্তে এক নিশ্বাস

পলকেতে প'ড়ে গেল দালান কোঠা সব
হ'ল ম'ল ম'ল রব।
তখন কেউ কাঁদে কেউ হরি বলে কার প্রাণে নাই বিশ্বাস॥

রাজসাহী বগুড়া জেলা আর নসিরাবাদ
এথা ঘটাল প্রমাদ
ও যে থেকে থেকে উঠে কেঁপে আষাঢ় হ'তে কার্ত্তিক মাস॥

মসজিদ মন্দির দালান প'ড়ে ম'ল কত লোক
সেটা ব'ল্‌তে বাড়ে শোক।
আবার মাটি ফেটে উঠ্‌লো বালি
দেখে প্রাণে লাগে ত্রাস॥ ১২৪

রাগিণী জঙ্গলা। তাল খেমটা। বাউলের সুর।

(৬৯ নং গানের সুর)

ধন্য রে তুমি টাকা রূপার চাকা চক্‌চ'কে রং রূপের ডালি।
তুমি যার হও সপক্ষ তার বিপক্ষ শিরে লয় তার পদ ধূলি।
তুমি যার হও বিপক্ষ তার সপক্ষ পলায় তায় বিপদে ফেলি॥

ধর্ম্ম কর্ম্ম জাতি কুলে কেউ বা দিচ্ছে জলাঞ্জলি
প্রাণ ছাড়ে তোমার তরে বাঁচে মরে ডরে না সে ফাঁসি শূলী॥

আবাল বৃদ্ধ যুবা ভোলে শুন্‌তে পেলে তোমার বুলী।
যুবতী ছাড়ে পতি কি দুর্গতি যায় রে তোমার পাছে চলি॥

পিতা পুত্রে ভেদ ঘটাচ্ছ ভেয়ে ভেয়ে গালাগালি।
যে তোমার ভক্ত বেশী তার মা মাসি ফিরে বেড়ায় গলি গলি॥

চুরি ডাকাতি খুন খারাপং জাল সাজি আর কিলাকিলী
এ সকল তোমার লীলা ফাটায় পিলা
যে জন তোমার বলে বলী॥

গরিব রক্ষা করে ব'লে হ'য়ে তোমায় কৃতাঞ্জলী
দেখ ভাই তার হৃদয়ে প্রবেশ হ'য়ে
ভুলাইওনা বনমালী॥ ১২৫

রাগিণী লুম খাম্বাজ। তাল খেমটা।

(৩ নং গানের সুর)

ঢাকাতে কি গজব কল্লে খোদায়।
আজ দেখি জান্ বাঁচান হ'ল দায়॥

আব্ আতস্ খাখ্ হাওয়া আসমান আছে বহুত দিন
কভু করে নাই দুর্দ্দিন।
আজ এক হাওয়ার জোরে ফেল গেল কাঁচ্চা পাক্কা সমুদায়॥

এখানে আয় কি দেখা যায় দেখ্‌ত নিয়ামৎ
আজ বা হয় রে কিয়ামৎ।
ওতুই অন্দরে যা এক্কি দৌড়ে ছোট বিবিজান্‌কে নিয়ে আয়॥

আজ যদি জান্ হালাক না হয় কাল্‌কে ফজোরে
নমাজ পড়্‌বো সজোরে।
দিব এম্নি ক'রে ক'শে আজান্ বা জান্ যাতে জান্তে পায়॥

বড় মিঞাকে খবর দিও কাল সকাল বেলায়
নাই কসুর জানাতে খোদায়।
এমন আজব গজব হ'লে বল আজানে কত ঠেকায়॥

কত আদ্‌মির মৌৎ হ'ল কত জেনানা
ও তা না গেল জানা।
আবার বাল বাচ্চা তুফানে ম'ল মাঝি মাল্লা দরিয়ায়॥ ১২৬

রাগিণী লুম খাম্বাজ। তাল খেমটা।

(৬ নং গানের সুর)

হেন্দুর মত কাফের নাই ভাই দুনিয়ায়।
ক্যালার উল্টা পাতে খানা খায়॥

কোরাণ সরিফ নাহি পড়ে না মানে খোদায়
রোজা নমাজে নাই দায়।

আছে চৌদ্দ আওরৎ সাদি মানা হেঁদুরা মানে না তায় ॥

সয়তানের সব সেরা এরা বুজরুকের এক শেষ
এরা নয় আদ্‌মির পয়দাএশ।

ওরা গর্দ্দানেতে জবো করে হালাল,হারাম দোনো খায় ॥

ফজর জহর আয়সা আছের মগ্‌রবের নমাজ
ওরা না করে সে কাজ।

'আবার লেঙ্গা ছেরে সদা ফিরে
ভেস্তে যাওয়ার নাই উপায় ॥ ১২৭

রাগিণী লুম খাম্বাজ। তাল খেমটা।

(৬ নং গানের সুর)

দণ্ডবৎ করি নব্য বৌয়ের পায়।
সভ্যদের সাধ্য কি মন যোগায় ॥

দু সেট গয়নার কমে হয় না ইহাঁদের কোমল অঙ্গের সাজ
তাতে চাই ডায়মণ্ড কাটা কাজ,

কাপড় চাই পাছা পেড়ে দশ হাত লম্বা দশ পো আড়ে
বাবুদের ঘাড়ে পড়ে যদি একটু তফাৎ হয়,

যেন আহ্লাদে আটখানা সদা ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যায়॥

কর্ম্মের মধ্যে দুটী প্রধান দু বেলা ভোজন আর শয়ন
তাতে চাই নানা আয়োজন,

সেবা-অপরাধ হ'লে পতি প্রেম ভাসায় জলে
বাপের ঘরে যাব ব'লে কত ভয় দেখায়,

তখন, অভিমানের কান্না কেঁদে নয়ন জলে বুক ভাসায়॥

শাশুড়ী ননদে দেখে চাকরাণীর অধম
যদি পায় তাদের একটু ভ্রম

তখনি চুলে ধ'রে দেয় বাড়ীর বাহির ক'রে
কার সাধ্য বারণ করে ছল ধরে ছুতায়

তখন, গরুড় মূর্ত্তি কীর্ত্তিচন্দ্র ভয়ে ভেক নিরুপায়॥

টিপ্‌কাটা আর বডিস্ আঁটা চুলে চাই লক্ষ্মীবিলাস তৈল
এখনআর ছোঁয়না কলুর খৈল

মৈল্ তোলে রয়েল ছোপে আহ্নিক করে গয়না জপে
কাপড় ধোয় প্রতি ধোপে ছিপার চটী পায়

থাকে আয়না চিরুণ কার্পেট হাতে
নাটক প'ড়ে দিন কাটায়॥ ১২৮

রাগিণী জঙ্গলা। তাল খেমটা। (বাউলের সুর)

(৬৯ নং গানের সুর)

মিছে দোষ দিচ্ছ কেন কথা শুন
আমরা কিসের দোষে দোষী।

স্ত্রী জাতি নয়ত স্বাধীন পতির অধীন
পতির ভাবে হই বিলাসী।
সদা তাঁর চা'লে চলি কেন গালি
দিচ্ছ তারে যে নয় দোষী॥

কাপড় চোপড় গয়না গাঁটা টিপ কাটা যে ভালবাসি।
সদা রই বাপোয়াকে তাঁরি সখে নৈলে বকে দিবা নিশি॥

খৈল ছেড়ে যে রয়েল ছোপে মৈল্ তুলি আর মাথা ঘসি।
তৈল মাখি লক্ষ্মীবিলাস তাঁর অভিলাষ
বডিস্ এঁটে থাকি বসি॥

শাশুড়ী ননদে বকে কাজ করে না থাকে বসি
কাজ কর্ম্ম করি কখন যখন তখন রূপ দেখে সে ঘরে আসি।

কার্পেট বুনি নাটক পড়ি পায়ে চটী চেয়ারে বসি
এখনকার নব্য সমাজ এই ভাল কাজ
কাজ করে তার মাসী, পিসি॥ ১২৯

রাগিণী জঙ্গলা। তাল খেমটা। (বাউলের সুর)

(৬৯ নং গানের সুর)

কর মন স্মরণ মনন পতির চরণ ধ্যান ধর মন পতি রূপে।
স্ত্রী জাতির নাই রে গতি বিনে পতি
কাজ কিরে তার গুণে রূপে॥
পতি হন পরম গুরু কল্পতরু তাঁর পদে দেও প্রাণ সঁপে॥

কর মন অঙ্গের যতন বসন ভূষণ আয়না চিরুণ নানা রূপে।
যায় সে সব পতির সাতে কি ফল তাতে
যাবে জীবন অনুতাপে॥

যাবে তোর খাওয়া পরা গরব করা জীবন ধরা কোন রূপে।
শুখাবে রূপের ডালি দু হাত খালি কাঁদ্‌বি ব'সে চুপে চুপে॥

রক্ষাকর বল্‌ছে খাটি ধর আঁটি না ডুবিতে বিষাদ কূপে।
কর্ লো পতির সেবা নিশি দিবা
জয় কর যম পতি জ'পে॥ ১৩০

রাগিণী দেশ মল্লার। তাল কাওয়ালী।

(৭ নং গানের সুর)

ভয় নাই সাহসে চলরে দাদা
আমরা শিব দাস করি কারে ত্রাস
আছে ভব ভয় হারিণী সাতে ভয় কিরে তোর ও নদা॥

আছে কি ভয় হরি করীরে, মায়ের বাহন হরি যে রে
গণেশে হেরিলে করি কি ফিরে,
বাঘে কিবা ভয় জানে পরিচয়
পলায় ছাল পরার গোষ্ঠিরে দেখে মানে না সে জল কাদা॥

আছে কি ত্রাস ময়ূর ইন্দুরে, ওরা তো রয় মোদের ঘরে,
সাপ বলদে ভয় কি আছে বল রে,
হোক না রে জঙ্গল তাঁয় কি অমঙ্গল
মোদের মা যদি সর্ব্বদা মঙ্গল নিকটেতে রয় সদা॥ ১৩১

রাগিণী বিভাষ। তাল ঝাঁপতাল।

(২ নং গানের সুর)

বিদায় দাও মা জন্মভূমি! এ নরাধম রক্ষাকরে।
এই আশীর্ব্বাদ করো মাগো আর যেন না আসি ফিরে॥

বরমেক গুণী পুত্র নচ মূর্খ শতৈরপি
এক চন্দ্র স্তমোহন্তি নচ তারা গণৈরপি
হ'ক মা সে জন চিরজীবী যে তোমার মুখ উজ্জ্বল করে॥

(তুমি) স্বর্গাদপি গরীয়সী গয়া গঙ্গা বারাণসী
তুলনায় নয় তুল্য তারা মা তোমা হ'তে।
এ হেন মা জন্মক্ষেত্রে এক মুঠা সৎপাত্রে
না দিলাম মা হীন যোত্রে তিল-তণ্ডুল হাতে ক'রে॥

(মাগো) বল দেখি বল বল এ সন্তান থেকে কি ফল
কুল কলঙ্ক কেবল মা তোমার কুলে,
শোভা কিঁপায় তব কোলে যে পাপিষ্ঠের নাম নিলে
শুভ দিন মা যায় বিফলে কর বিদায় শীঘ্র ক'রে॥

(মাগো) আর এক কথা হলো মনে নিবেদি মা শ্রীচরণে
দেখ যেন রেখ মনে মিনতি আমার,
রৈল প্রিয়া কাশীশ্বরী দেখো তারে দয়া করি
এ অধমে কৃপা করি ধর্ম্মে মতি দিও তারে॥ ১৩২

পরিশিষ্টাংশ।

রাগিণী ভূপালি। তাল কাওয়ালি।

সদা, জপনা রসনা রে শঙ্করে।
চন্দ্রশেখর চণ্ডেশ্বর দিগম্বরে॥

উমেশ ঈশান মহাকাল বৃক্ষারূঢ়ে
জপ যোগেন্দ্র জগত কারণ শম্ভু মৃড়ে

জপ ভবানীনাথ ভবে, ভূতেশ কাল ভৈরবে
না রবে এ ভবে ভব ভয় একেবারে॥

জীবন যাপন কর জপিয়ে মহেশ্বরে,
বামদেব বিরূপাক্ষ শূলপাণি হরে,

জপ ফণি ভূষণ ভোলা নাশিতে জঠর জ্বালা
শিব নীলকণ্ঠ মৃত্যুঞ্জয় গঙ্গাধরে॥

রুদ্র রূপ জপ রুদ্রাক্ষ ভূষণে,
জপরে বিশ্বেশ্বরে পার্ব্বতী জীবনে।

তুমি কি ছার সংসার রসে,
মাতিয়ে আছরে ব'সে, বম্ বম্ হর
রবে তার রক্ষাকরে॥ ১৩৩

রাগিণী বাহার। তাল আড়া।

কি রূপে অনন্ত তোমায় ধরিব ক্ষুদ্র অন্তরে।
কে পারে রাখিতে ঘটে পূরে অনন্ত অম্বরে॥

অনন্ত তেজ অনিলে, অনন্ত সিন্ধু সলিলে।
অনন্ত ক্ষিতি মণ্ডলে তুলে কে তুলিতে পারে॥

বামন ধরিবে চান্দে মৃণাল তন্তু করি বান্ধে।
পিপীলিকা লবে কাঁন্ধে অনন্ত হীম ভূধরে॥

অন্ত না পাই ভেবে চিন্তে কেমনে অনন্তে চিন্তে।
চিন্তামণি দেও সেই চিন্তে চিন্তা কুল রক্ষা করে॥ ১৩৪

রাগিণী পূরবী। তাল আড়া।

(ভবে সেই সে পরমানন্দ)

কে জানে কোন্ দিন কি ভাবে যাবে
ভবিষ্যৎ আশায় ভুলনা মন॥

আজ সসাগরা ধরার অধিপতি,
দ্বারস্থ তোমার কত মহারথি
কল্য প্রাতে তোমার কি হবে দুর্গতি
স্বপনেও কিরে সে কথা জান॥

কেহ ভাবে কল্য পাব বহু ধন
কেহ বা আরোগ্য প্রিয় সম্মিলন
কেহ শত্রু নাশ কেহ পুত্র আশ
জানে না তার ফুরায়েছে দিন

রত্নাকর তুমি জান রে নিশ্চয়,
সুখ দুঃখ লাভ অলাভ নিচয়,
ভয় কি অভয় জয় পরাজয় সফল না হয়
স্বইচ্ছায় কখন ॥ ১৩৫

—•—

রাগিণী খট ভৈরবী। তাল একতালা।

(আর নাই মোচন পিতা ত্রিলোচন)

ও দিনবন্ধু কবে এ দীনে দিন দিবে হে অদিতি নন্দন
উপায় কি হবে হে অন্তে, হয়েছে সেই চিন্তে
চিন্তা করি নাই তোমায় দিনান্তে
এখন কৃতান্তে যে আমায় করে হে বন্ধন ॥

বৃথা ধন চিন্তায় কাটাইলাম কাল,
এক দিন না মনে হল পরকাল,
আর কবে দিব পদে তুলসী চন্দন ॥

দীনের প্রতি তুমি দয়া কর বলে
দিনবন্ধু তোমায় বলে হে সকলে,
ডাকিতেছি প'ড়ে অজলে অস্থলে
(দেখ) হয় না যেন দীনের অরণ্যে ক্রন্দন ॥ ১৩৬

রাগিণী লুম। তাল আড়া।

(৭৪ নং গানের সুর)

কে জানে শঙ্করী তুমি কি রূপে মা কারে ছল।
যার যেমন হবে গতি, মতি দেও তার অনুকূল ॥

কেহ মত্ত ধন জনে কেহ বিদ্যার অভিমানে।
কেহ নিজ রূপ গুণে মত্ত থাকে চির কাল ॥

ভোগ ইচ্ছায় যে অনুরাগী, তারে কর গৃহ ত্যাগী
যে জন বৈরাগী তারে গৃহে রাখ চির কাল ॥

রক্ষাকরের কর্ম্ম দোষে, কি ঘটালি অবশেষে।
পদ বন্ধন দিলি ক'ষে, এই কি মা তোর মনে ছিল ॥ ১৩৭

রাগিণী গারা ভৈরবী। তাল মধ্যমান।

(কবে সমাধি হব শ্যামার চরণে)

মন তোমার দেখিনে অবসর ভাবিতে হরি।
আজ কাল ক'রে দিলে এ জীবন গত করি ॥

নানা ক্রীড়া কুতূহলে, বাল্যকাল কাটাইলে,
কি.শোর গত করিলে শিখে বিদ্যা অর্থকরি ॥

যৌবনে হ'য়ে প্রমত্ত, সাধিলে প্রমদা তত্ত্ব।
ভুলে গেলে ষত্ব ণত্ব তত্ত্ব কথা পরিহরি ॥

প্রৌঢ় গেল উপার্জ্জনে, স্ত্রী পুত্র প্রতিপালনে,
বার্দ্ধক্যে কি হবে মনে, রক্ষাকরের বংশীধারী ॥ ১৩৮

রাগিণী বিভাষ। তাল ঝাঁপতাল।

(অন্তে পদ প্রান্তে মোরে)

জয় জয় মা জগদ্ধাত্রী জগত জননী শিবে।
জন্ম মৃত্যু জরা জীবের যন্ত্রণা কবে নাশিবে ॥

জয় রূপা জগদম্বা জয়ন্তী যোগেশ জায়া।
যোগাসনে যোগী জনে জপে তোমায় যোগমায়া।
জাগ্রত রূপিণী তুমি জড় জগতের জীবে ॥

(মাগো) জানি যম-যাতনা যত যে জন হ'য়ে জাগ্রত,
যাচে জয়া অবিরত চরণ তোমার
জীবন জাহ্নবী জলে, যায় মা তার কুতূহলে,
রক্ষাকরের অন্তঃকালে চরণে কি জাগা দিবে ॥ ১৩৯

রাগিণী আলিয়া। তাল আড়া।

(মা তুমি বিশ্বব্যাপিনী)

হরি হে সদয় কবে হবে দয়াময়।
হৃদি অন্ধ-কূপে ব্রহ্মজ্ঞানরূপে হবে উদয়॥

নাশিবে ইন্দ্রিয় বৃত্ত নির্ম্মল হইবে চিত্ত
জানিব তোমারে নিত্য ভুলে অনিত্য বিষয়॥

চঞ্চল চপল মন অহংকারে হবে লীন
মহত্ত্ব ও অন্তর্দ্ধান প্রকৃতি পরমে লয়॥

তরিতে ভব সাগর ভয়ে ভীত রক্ষাকর।
না হেরে উপায়ান্তর বিনে তব পদাশ্রয়॥ ১৪০

রাগিণী মুলতান। তাল একতালা।

(একি বিকার শঙ্করী)

কেন রলি উদাসীন।
কবে কাটাবে যাতনা যতন বিহীন॥

বিষয় বিষম জ্বরে জর্জ্জরিত
ধন পিপাসায় সদা উৎকণ্ঠিত,

কাম ক্রোধ লোভ কফ পিত্ত বাত
হ'য়ে উত্তাপিত করে ক্ষীণ॥

তাতে আছে শিরঃপীড়া, চেষ্টা পরঃপীড়া
পীড়াটী জন্মেছে সুকঠিন।

ও তোর আছে পার্শ্বব্যাথা পর মনে ব্যাথা
প্রবৃত্তি প্রবল দিন দিন॥

পর হিংসারূপ আছে গাত্র দাহ,
পর দ্বেষ মনোবৃত্তি আছে মোহ,
রোগ বড়ই বিষম নাহি উপশম বিনা চিকিৎসার অধীন॥

শুন বলি এক ঔষধি, যাতে যাবে ব্যাধি,
নিরবধি রবি বলাধীন।

ঘুচে যাবেরে যন্ত্রণা, শুন সে মন্ত্রণা, রক্ষাকর মতি হীন।

ভক্তি মধু কালী নাম স্বর্ণ-সিন্দু,
বৈরাগ্য তুলসীর সত্ত্ব এক বিন্দু

তাহে মিশাও শৃঙ্গর্ব্বের সকলে নির্ব্বের
পথ্য কর সত্য প্রতি দিন॥ ১৪১

রাগিণী জঙ্গলা। তাল একতালা।

রামপ্রসাদের সুর (মা আমায় ঘুরাবি কত)

শ্যামা তোমার দয়া কেমন।
তুমি অপত্যে কুপথ্য যোগাও মায়ের কি চরিত্র এমন॥

এ সংসারে সুখের তরে দিয়েছ যে ধন পরিজন।
সে যে বিষের লাড়ু গুড়ে ঢাকা যে খাবে সে হবে নিধন॥

আজ আছে যা কাল ফুরাবে সে ধনে মা নাই প্রয়োজন।
যদি দিতে হয়তো এমন ধন দেও খেয়ে বাচি যাবৎ জীবন।

সামান্য ধন চাই না তাতে, রক্ষাকরের ভুলে না মন।
দে মা অটল ভক্তি তার হৃদয়ে
ভাব্‌তে তোমার রাঙ্গা চরণ॥ ১৪২

রাগিণী সুরট মল্লার। তাল কাওয়ালী।

বিপদ নাশ মা বিঘ্ন নাশিনী, বিতর দীনে পদ দুখানি।
বড় বিভ্রাটে বিব্রত গো মা বিঘ্নহর জননী॥

বিষম বিকট আকার বলবান কাল ফেরে পাছে
বিড়ম্বিতে সুতে বিশ্বপালিনী

বিনে পদ দ্বয়, বল কি আশ্রয়
আছে এ বিশ্ব সংসারে বিশ্বেশ্বর মনোমোহিনী ॥

তুমি বিকার বিহীন বিদ্যমান এ বিশ্ব সংসারে
বিজ্ঞান নামেতে বুদ্ধি রূপিণী,

বলি কি সম্ভব তোমার বৈভব,
তুমি বৈষ্ণবি ব্রহ্মাণী বৈদ্যনাথ বক্ষ-বাসিনী ॥

তুমি বরদা বগলা বালা, বহ্নি বায়ু বিধু কলা
বসুন্ধরা বারাণসী বাসনী,

বিষ্ণু অবতার লীলা মা তোমার,
তুমি ব্রহ্মাণ্ড রূপিণী সৃষ্টি স্থিতি নাশ কারিণী ॥ ১৪৩

রাগিণী সিন্ধু। তাল মধ্যমান।

কত অপরাধ ক'রেছি রাঙ্গা পায়।
নির্ব্বোধ বালক ব'লে ক্ষম মা আমায় ॥

দেখ যেন রবি সুতে, লয় না তোমার সুতে,
থেক মা অন্তরে তারা অন্তিম সময় ॥

কে আছে মা ত্রিজগতে, ত্রিতাপ নাশিনী হ'তে
নিস্তারিতে নিজ সুতে হ'লে নিরূপায় মা।

কলুষ নাশিনী নামে কলঙ্ক না ঘটে ভীমে,
না পার অন্তিমে যদি রাখিতে আমায়॥ ১৪৪

রাগিণী মল্লার। তাল আড়া।

দেখিতে দেখিতে মন এ জীবন গত হ'ল।
ভাবিলে না ভবার্ণবে কেমনে পার হবে বল॥

নিকটে শঙ্কট ভারি, জীর্ণ হ'ল দেহ-তরি।
ভ বা র্ণ বে হ বে অ চ ল॥

সঙ্গি রিপু ছয় জন, অবিশ্বাসি অভাজন,
কুপথে ফিরাতে মন জানে কত ছল।

কাটরে মায়ার ফান্দ, শ্যামা পদে মন বান্ধ,
ত বে পা বে অ কূ লে কূ ল॥ ১৪৫

রাগিণী ঝিঁঝিট দেউগির। তাল মধ্যমান।

বল যশোদা গোপাল কার বালক,
শুনুক ত্রিলোকের লোক,
মিছে দ্বন্দ্ব পরস্পরে, কেন করি আমরা স্ত্রীলোক॥

সুধাও দেখি দামোদরে, কে ধ'রে ছিল উদরে,
বসুদেব যমুনা পারে রাখে তারে জানে ত্রিলোক।

কংশ ভয়ে রেখে ছিলাম গোপাল গোকুলে,
নৈলে কি পায় এমন ছেলে গোয়ালার কুলে।
তাইতে বল তোমার ছেলে, শুধাও না ছেলে কি বলে,
এখনি দিব তোর কোলে,
বুঝবি আমায় লোক কি অলোক॥

লালনে করেছ লালন ও নন্দ রাণী,
আজন্ম থাকিব তোমার সে গুণে ঋণি,
রক্ষাকর কয় ক্ষান্ত পা না, তোদের দাবি গেল জানা,
এ ছেলের ছেলে বা কে না,
ব্রাহ্মাণ্ডে আছে যত লোক॥ ৪৬